পাক্ষিক

সমকাল

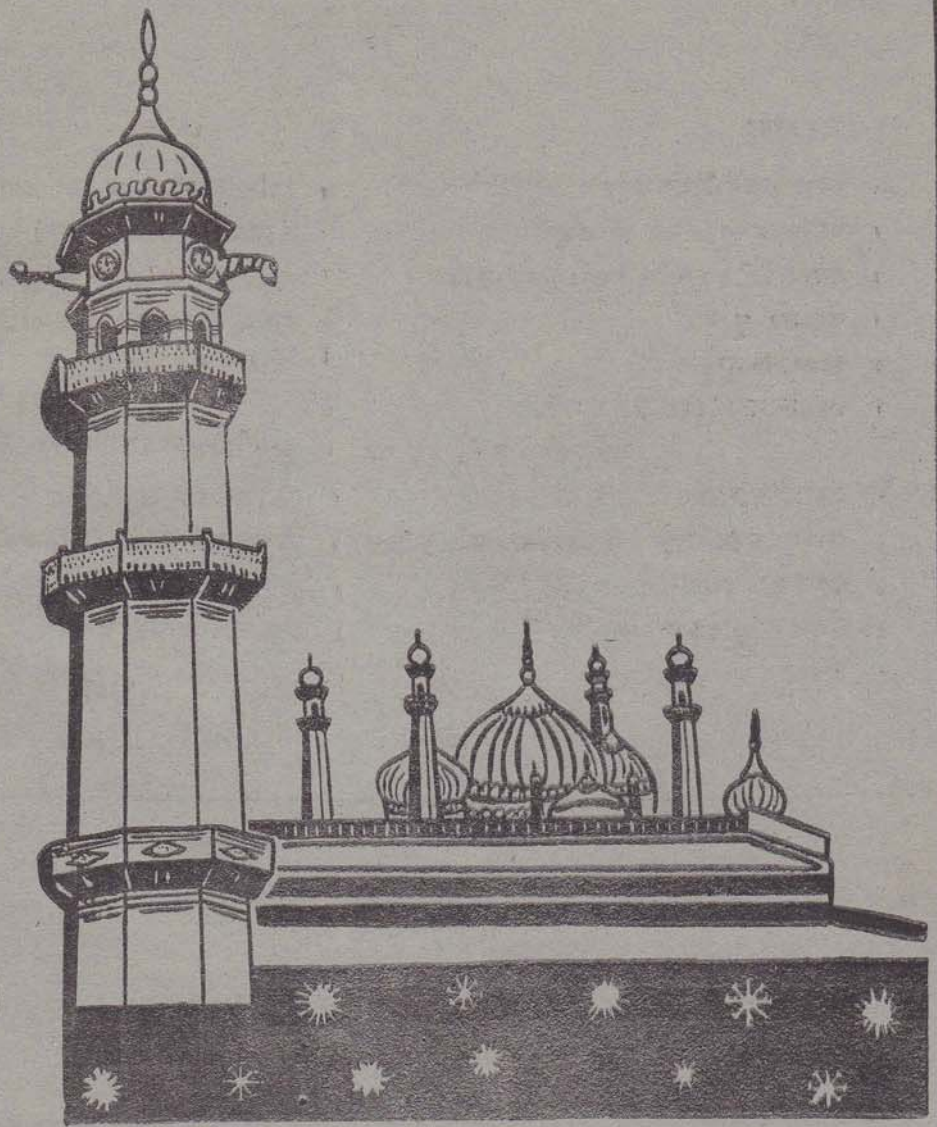

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৫-১৬শ সংখ্যা
১৫।১০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৫।১৬শ সংখ্যা
১৫-৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩০৭
রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী	(মেশকাত শরীফ হইতে)	৩০৯
হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ	৩০৯
জুমআর খুতবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	৩১০
রমজানের সাধনা	মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ	৩১৬
রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস সমীপে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্র	আবু আরেফ	৩২০
তরবিয়তি ক্লাশের রিপোর্ট	নুরউদ্দিন আহমদ	৩২৩
আল্লাহ্‌কে যে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন	মুহাম্মদ সফীউল আলম নিজামী	৩২৬
কবুলিয়তে দোয়া	মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ	৩২৭
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩৩৬
সংবাদ		৩৩৮

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫-৩০শে ডিসেম্বর : ১৯৬৭ সন : ১৫।১৬শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

১৫শ রুকু

১১৯॥ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ক ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২০॥ মদীনাবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মরুপ্রান্তরবাসিগণের পক্ষে উচিত নহে যে তাহারা আল্লার রসুলের (সঙ্গে যুদ্ধে না গিয়া) পশ্চাতে থাকিয়া যায় এবং তাহাদের

নিজেদের জীবনকে তাঁহার জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় মনে করে। কারণ তাহারা আল্লার পথে যে কোন তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধা প্রাপ্ত হয় অথবা এমন স্থানে গমন করে যাহাতে কাফিরদের ক্রোধের সঞ্চার হয় অথবা শত্রুর নিকট হইতে কোন প্রকার কষ্ট প্রাপ্ত হয় ইহাতে তাহাদের জন্য এক একটা পুণ্য লিখিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম-শীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

১২১॥ এবং তাহারা (আল্লার পথে) ছোট বা বড় যাহা কিছু ব্যয় করে এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করে তাহাদের জন্য প্রত্যেকটি পুণ্য বলিয়া লিখিত হয় যেন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন।

১২২॥ মুমিনগণের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে এক সঙ্গে (বিদ্যাশিক্ষার্থে) বহির্গত হইতে পারে। তবে তাহাদের প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একটি দল কেন বাহির হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের সগোত্রে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করে যাহাতে তাহারা অন্যায় হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

১৬শ রুকু

১২৩॥ হে মুমিনগণ! তোমরা সেই কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী স্থান সমূহে বাস করে এবং (এমন ভাবে যুদ্ধ কর) যেন তাহারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দর্শন করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ধর্ম পরায়নগণের সঙ্গী।

১২৪॥ এবং যখনই (কোরআনের) কোন সুরা নাযিল করা হয় অমনি তাহাদের মধ্যের কোন কোন (মুনাফিক) ব্যক্তি (উপহাস করিয়া) বলে, "এই সুরা তোমাদের কাহার কাহার ঈমান বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং তাহারা আনন্দ বোধ করিতেছে।"

১২৫॥ এবং যাহাদের হৃদয়ে রোগ রহিয়াছে ইহা তাহাদের অপবিত্র ভাব ধারার সহিত আরও অপবিত্রতা বৃদ্ধি করিবে এবং তাহারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে।

১২৬॥ তাহারা কি দেখে না যে, প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার তাহাদিগকে বিপদে ফেলা হয় তবুও তাহারা পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করে না এবং তাহারা উপদেশও গ্রহণ করে না।

১২৭॥ এবং যখনই (কোরআনের) কোন সুরা নাযিল করা হয় (মুনাফিকগণ) তাহাদের একে অন্যের দিকে তাকায় (এবং বলে) কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে? অতঃপর তাহারা চলিয়া যায়। আল্লাহ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন যেহেতু তাহারা এক অজ্ঞজাতি।

১২৮॥ নিশ্চয় একজন মহান রসুল তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে আগমন করিয়াছেন; তোমাদের ক্ষতি হইলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। (তিনি) তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী এবং মুমিনদের প্রতি অতি স্নেহ পরায়ন, অনুগ্রহ শীল।

১২৯॥ (হে পয়গম্বর) যদি তাহারা (তোমার আহ্বান শুনিয়া) মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তুমি বল আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তাহারই উপর আমি নির্ভর করিয়াছি এবং তিনি (মহিমার) মহা সিংহাসনের প্রভু।

(ক্রমশঃ)

★

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী

[মেশকাত শরীফ হইতে]

এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম ফেতরার দান অর্থাৎ খেজুরের বা গমের এক ছ [দুই সের বার ছটাক] মুসলমান দাসদাসী, স্বাধীনব্যক্তি, স্ত্রীলোক পুরুষলোক ছোট বড়, সকলের উপর বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। লোকজন ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বেই ইহা আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

(বোখারী, মোসলেম)।

* * *

হযরত আব্বাস (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানের শেষে বলিয়াছিলেন, তোমাদের সদকা বাহির কর। রসুল করীম প্রত্যেক স্বাধীন বা অধীন পুরুষ বা স্ত্রী, ছোট, বড়, সকলের উপর খেজুরের বা গমের এক 'ছা' এবং ময়দার অর্ধেক 'ছা' বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। (আবু দাউদ, নেসায়ী)

* * *

উক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রোজার মধ্যে অনাবশ্যক কথাবার্তার দরুন, অযথা বাক্যালাপ ও দরিদ্রের খাদ্যের জন্য রসুল করীম (সাঃ) ফেতরা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

* * *

হযরত আবদুল মোত্তালিব (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—এই সকল জাকাৎ মানুষের ময়লা। সুতরাং ইহা মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য বা তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য হালাল নহে। (মোসলেম)

★

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

রোজা

রোজা ইসলামী এবাদতের তৃতীয় অঙ্গ। রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও লোকে অজ্ঞ রহিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে যে, যে দেশে কেহ না গিয়াছে এবং যে দেশ সম্বন্ধে তাহার কোন অভিজ্ঞতা নাই সেই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে পারে না। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকাকেই রোজা বলে না বরং ইহার একটি তাৎপর্য্য এবং প্রতিক্রিয়াও আছে যাহা বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ইহা মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে যে, যত অল্প আহার করা যায় ততই আত্মশুদ্ধি সাধিত হয় এবং দিব্যশক্তি বৃদ্ধি লাভ হয়। ইহা দ্বারা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্য হইতেছে, এক খাদ্যের মাত্রা কমাইয়া অপর (আত্মিক) খাদ্যের মাত্রা বৃদ্ধি করা।... রোজাদারকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই উদ্দেশ্য না বরং তাহার উচিত খোদা তায়ালার জিকিরে (স্মরণে) মগ্ন থাকা যাহাতে সংসার নির্লিপ্ততা এবং খোদার প্রতি পূর্ণ আসক্তি লাভ হয়। অতএব রোজার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া যাহা কেবল দেহকে প্রতিপালন করে আর একটি খাদ্য গ্রহণ করা যাহা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয় এবং যাহারা শুধু গতানুগতিক অনুষ্ঠানরূপে রোজা না রাখিয়া আল্লাহ্-তায়ালার উদ্দেশ্যে রোজা রাখে তাহাদের উচিত সর্বদা আল্লাহ্তায়ালার হামদ আল-হামদুলিল্লাহ বলিয়া (প্রশংসা কীর্তন) তসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলিয়া তাঁহার গুণ গান) এবং তাহসীলে (অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহু বলিয়া তাঁর তৌহিদের স্বীকৃতিতে) মত্ত থাকা যদ্বারা অপর খাদ্য লাভ করা যায়।

মলফুজাত, ৯ম সংখ্যা— পৃঃ ১২২ ও ১২৩

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্মদ।

★

জুমআর খুৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

আল্লাহ্‌তা'লা আহমদীয়া জমাতের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমি এই জমাতের জনসংখ্যায় এবং ধনে বরকত অবতীর্ণ করিব।

জামাতের বিগত পচাত্তর বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ইলাহী ওয়াদা অতীব সফলতার সহিত পূর্ণ হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগের তুচ্ছ কোরবানীর বিনিময়ে আমাদের ধন ও জনের পরিধিকে কয়েক হাজার গুণে বর্ধিত করিয়াছেন।

এই ঐতিহাসিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বন্ধুগণকে এবং আহমদী বালকদিগকে ওয়াকফে জদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অগ্রসর হউন এবং নিজেদের ওয়াদার সীমাকে অতিক্রম করিয়া সেই মার্গে উপনীত হউন, যাহা জামাতের প্রয়োজন ও চাহিদার মার্গ।

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব কালে ইসলাম দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় ছিল এবং সকল মুসলমান ইসলামের প্রয়োজনে, ইসলামের নামে এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আপন ধন-সম্পদ কোরবানী করার প্রতি এতটুকু মনোযোগী ছিল না। অতঃপর হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা ও উপকরণের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল উৎসর্গকারী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগের একটি জামাত দান করিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা যখন আপন বান্দাদিগের নিকট হইতে কোরবানী গ্রহণ করেন, তখন এই দুনিয়াতেও তাহাদিগকে আপন অনুগ্রহের অধিকারী করিয়া থাকেন। সুতরাং যখন এহেন যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের প্রারম্ভে মুখলেস বান্দাদের এই জামাতটি সৃষ্টি হইল এবং তাঁহারা নিজেদের সময়, জীবন ও ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলাইয়া দেওয়া আরম্ভ করিল, তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সহিত একটি ওয়াদা করিলেন। উহা ছিল এই যে, (আল্লাহ্‌তা'লা জামাত সম্বন্ধে বলিলেন)

"میں ان کے نفوس اور ان کے اموال میں برکت ڈالونگا"

"আমি তাহাদিগের জনে এবং ধনে বরকত অবতীর্ণ করিব। এখন আসুন, আমরা দেখি, আল্লাহর এই ওয়াদা কি ভাবে এবং কি অবস্থায় পূর্ণ হইল। আমি এখন আহমদীয়া জামাতের পচাত্তর বৎসর কালীন ইতিহাসের উপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করিব। বর্তমানে ১৯৬৭ ইং সন হইতে ৭৫ বৎসর বাদ দিলে ১৮৯২ ইং সন হয়। আর যখন আমরা ১৮৯২ ইং এবং ১৯৬৭ ইং উভয় সনের মধ্যবর্তী ৭৫ বৎসর কালের জন-সংখ্যা ও ধন-সম্পদের সামগ্রীক উন্নতি প্রত্যক্ষ করি, তখন আশ্চর্য হইতে হয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি কতই না অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ১৮৯২ সনে জামাতের সঠিক সংখ্যাতো সম্ভবতঃ আমাদের রেকর্ডে নাই, কেননা আমাদের আদমশুমারী কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু

সাধারণভাবে একটা অনুমান করা যায় যে ১৮৯২ সনের সালানা জলসায় যোগদানকারীগণের সংখ্যা ছিল ৩২৭; এই জলসার উপস্থিতি সংখ্যা ইত্যাদি দেখিয়া ১৮৯২ সালে জমাতের জনসংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি অথবা অত্যন্ত খোলাভাবে আন্দাজ করিলে এক হাজার হইতে তিন হাজারের মধ্যে ছিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১৯৬৭ সনে এই ক্ষুদ্র সংখ্যাটি বর্দ্ধিত হইয়া আনুমানিকভাবে প্রায় ত্রিশ লক্ষের নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আমার অনুমান ত্রিশ লক্ষেরও কিছু উপরে। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে দুইটি জিনিস প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একটি জন্ম, দ্বিতীয়টি তবলীগ। উভয় পথে আল্লাহ্-তা'লা আহমদীয়া জামাতের জনসংখ্যায় বরকত অবতীর্ণ করিয়াছেন। হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া ছিল এই যে ازک سے هزار هوویں অর্থাৎ "তাহারা যেন সংখ্যায় এক হইতে হাজার হয়।" কিন্তু ১৯৬৭ সনে এই সংখ্যা ১৮৯২ সনের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি যে, আল্লাহতা'লা হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে কার্যতঃ ইহা প্রদান করিলেন যে, তিনিতো [হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)] এক হইতে হাজার পর্যন্ত কামনা করেন, কিন্তু তিনি (আল্লাহ্তায়ালা) এক হইতে তিন হাজার বৃদ্ধি করিয়া দেন। সুতরাং আমরা উভয় সংখ্যার পরস্পরের সহিত মোকাবেলা করিলে (যদি সেই সময়ে আহমদীদের সংখ্যা এক সহস্র ধরা হয়), তবে আমরা দেখিতে পাই যে, আল্লাহ্তা'লা উহাদের একজনকে তিন সহস্র জনে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। একটিকে এক হাজার নয়, একটিকে তিন হাজারে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা তিন হাজারকে এক হাজারের সহিত গুণ দিলে এই বর্তমান সংখ্যা আমাদের সম্মুখে আসে। আর যদি ১৮৯২ সনে জামাতের লোক সংখ্যা তিন হাজার ধরা হয় (যাহা আমার নিকট অনেক বেশী অনুমিত হয়) তাহা হইলেও এক হইতে হাজার হইবার দোয়া আল্লাহ্তা'লা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং পচাত্তর বৎসরকালে তিনি জামাতের জন সংখ্যাকে এক হইতে হাজারগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহা কোন একটি সাধারণ পরিবর্দ্ধন নয়, বরং ইহা অতীব আশ্চর্যজনক। যেখানে আল্লাহ্তা'লার ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়া থাকে, সেখানে মানুষের বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে না। তাঁহার অসীম ক্ষমতার বিকাশ তাঁহার বান্দাগণের উপর ঘটিয়া থাকে এবং সমস্ত জল্পনা কল্পনাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। যদি এই আশা এবং এই প্রত্যয় রাখি যে আল্লাহ্তা'লা ভবিষ্যতেও এই জামাতকে সেই প্রকারেই এবং সেই পরিমাণেই কোরবানী করিবার তৌফিক দিবেন, যে প্রকারে ও যে পরিমাণে বিগত পচাত্তর বৎসরকাল দিয়া আসিয়াছেন এবং ইহার ফলে আমাদিগের উপর আল্লাহ্র কল্যাণও অনুরূপ ভাবেই অবতীর্ণ হইতে থাকে অর্থাৎ জামাতের এই সংখ্যা যদি অনুরূপ হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে পচাত্তর বৎসর পর আমাদের সংখ্যা তিন অর্বুদ হইতে নয় অর্বুদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইবে। ইহার অর্থ এই যে, যদি আমরা আমাদের দোয়া, প্রচেষ্টা এবং আত্মোৎসর্গের দ্বারা আল্লাহ্তালার অনুগ্রহ-পুঞ্জকে ঠিক সেইভাবেই আকৃষ্ট করিতে থাকি যে ভাবে বিগত পচাত্তর বৎসরের মধ্যে করিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে আগামী পচাত্তর বৎসরের মধ্যে ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের এই সংগ্রাম পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশমান হইবে। আল্লাহ্ করুন যেন জামাত অনুরূপভাবেই কোরবানী পেশ করিবার তৌফিক পাইতে থাকে।

ইহাও বলা হইয়াছিল যে, "আমি তাহাদের ধন সম্পদে বরকত অবতীর্ণ করিব।" এখন আসুন ধন-সম্পদের ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখি। ১৮৯২ সনের সালানা জলসায় ১৮৯৩ সনের জলসার জন্য চাঁদার ওয়াদা লিখান হইল। (বর্তমান ব্যবস্থা তখন প্রবর্তিত হয় নাই)। সেই ওয়াদা সমস্ত জামাতের ওয়াদারূপেই বুঝাইবে, কেননা সমস্ত মোখলেস আহমদীগণই সালানা জলসায় একত্রিত হইতেন। অতএব, ১৮৯২ সনের সালানা জলসার সময় ১৮৯৩ সালের জন্য যে ওয়াদা একত্রিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল সাত শত টাকার কিছু উপরে। পক্ষান্তরে পচাত্তর বৎসর পর আজ জামাত আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে অর্থের কোরবানী পেশ করিতেছে উহার পরিমাণ এক কোটি টাকা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমরা যদি সাত শতের পরিবর্তে এক হাজার ধরিয়া লই (কেননা এই ওয়াদা ছাড়াও যে বন্ধুরা কোন বাধা-বিঘ্ন বশতঃ জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই তাহারা সম্ভবতঃ পরে ওয়াদা করিয়াছেন এবং টাকা পাঠাইয়াছেন) সুতরাং ১৮৯২ সনের চাঁদা যদি এক হাজার টাকা মনে করি, তাহা হইলেও ইহার মোকাবেলায় ১৯৬৭ সনের চাঁদা এক কোটিরও উর্দ্ধে হইবে। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা, সদর আঞ্জুমানের চাঁদা, ওয়াকফে জদীদের চাঁদা, ওয়াকফে আরজীর জন্য যাহা খরচ করা হয় (যদিও উহা আমাদের রেজিষ্টারে উঠে না, কিন্তু উহাও আল্লাহ্‌র পথে আহমদীগণ কর্তৃক ব্যয়িত হয়--সে নিজের খরচে বাহিরে যায়—সফর খরচ ও আহারাদির জন্য তাহাকে নিজের বাড়ী অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়) এই সমস্ত অর্থ ব্যয়কে একত্র করিলে এক কোটির অনেক উপরে হয়। আমি এখন এক কোটি ধরিয়া লইলাম, উহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আর্থিক কোরবানী এক হাজার টাকা হইতে বর্দ্ধিত হইয়া এক কোটিতে পৌছিয়াছে। অতএব উহা দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটকথা এক টাকার মোকাবেলায় দশ হাজার টাকা চাঁদা হইয়াছে। অর্থাৎ ১৮৯২ সালে জামাত যদি এক টাকা আল্লার রাস্তায় খরচ করিবার তৌফিক পাইয়াছিল, তবে ১৯৬৭ সালে উক্ত মনোনীত জামাত দশ হাজার টাকা খরচ করিবার তৌফিক পাইতেছে। ইহাতে হইল চাঁদার কথা। কিন্তু ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল যে, ধনসম্পদে বরকত দেওয়া হইবে। এখন যে পরিমাণে জামাতের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দশ হাজার গুণ অপেক্ষাও অধিক। কেননা ১৮৯২ সালে একশত জনের মধ্যে প্রায় সকলই মুখলেস ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় পূর্ণ কোরবানী দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন আমাদের মধ্য হইতে এমন লোকও আছে যাহাদের তরবিয়তের প্রয়োজন। আমরা আশা করি যে, তাহারা আজ হইতে এক বৎসর বা দুই বৎসর বা চারি বৎসর বা পাঁচ বৎসর পর সেই উচ্চ মোকামে পৌছিয়া যাইবে যেখানে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহাদিগকে দেখিতে চাহেন এবং তাঁহাদের চাঁদার হার ১৮৯২ সালে মুখলেস আহমদীরা যে হারে চাঁদা দিতেন সেই হারে পৌঁছিয়া যাইবে। উক্ত দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ১৮৯২ সালে আহমদীদের নিকট যে স্থাবর ও অস্থাবর ধন সম্পদ ছিল উহার মোকাবেলায় আজ সমষ্টিগতভাবে জামাতের স্থাবর ও অস্থাবর ধন সম্পদের মূল্যের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অসীম কৃপায় দশ হাজার হইতেও অধিকগুণ বরকত দিয়াছেন।

সুতরাং আল্লাহ্‌তালার অনন্ত বরকত আমাদের উপর এভাবে বর্ষিত হইতেছে যে, উহাকে যে কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতেই দেখি না কেন উহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ৭৫ বৎসর কাল জাতি ও জামাতের জন্য বড় একটা অধিক কাল নহে। এই অত্যল্পকাল মধ্যে

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জামাতের উপর এভাবে অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের সংখ্যা 'এক হইতে তাহারা যেন হাজার হয়' বিষয়ক দোয়া হইতেও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের অর্থের মধ্যে আল্লাহ্‌-তায়ালা যে বরকত দিয়াছেন, উহাও 'এক হইতে হাজারের পরিমাণ অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা আমরা এই সত্যে উপনীত হইতেছি যে, আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে আর্থিক কোরবানী করে উহা ব্যর্থ হয় না। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়িত অর্থ এই জগতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। শুধু সেই পরিমাণেই দেওয়া হয় না, দ্বিগুণও দেওয়া হয় না, দশগুণ কি একশত গুণেরও বেশী দেওয়া হয় না বরং দশ হাজার গুণ বেশী দেওয়া হয়, যাহা আমি পরিসংখ্যানের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছি। জামাতের মধ্যে এমন পরিবারও আছে যে তাহাদের পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে যতটুকু কোরবাণী করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে এক একজনের মাসিক আয় তাহাদের (সাহাবী-দের) সমস্ত জীবনের আর্থিক কোরবাণী অপেক্ষা বেশী। সুতরাং আল্লাহ্‌তালা অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, তিনি অনুগ্রহ করিতেছেন এবং করিতে চাহেন। এই হিসাবে যখন আগামী ৭৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের ধন সম্পদে বরকত অবতীর্ণ হইবে তখন উহা অগণিত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এমনি ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা আহমদীয়া জামাতকে দুনিয়ায় প্রাধান্য দান করিবেন এবং এই দেড়শত বৎসর কোন দীর্ঘ সময় নহে। একটি আওয়াজ যে আওয়াজ এক একাকী অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তির ছিল যাহার কোন পার্থীব প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহার প্রভুর তিনি একান্ত প্রেমিক ছিলেন এবং তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি এত বিভোর ছিলেন যে, অনুরূপ প্রেমিক তাঁহার উম্মতে আর কেহ হয় নাই। তাঁহাকে আল্লাহ্‌ খাড়া করিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমার দ্বারা ইসলামকে দুনিয়ার মধ্যে প্রাধান্য দান করিব এবং তোমাকে এমন এক জামাত দিব যাহাদের প্রতি আসমান হইতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইবে এবং ওহী করিবে, যেন তাহারা তোমার সেবায় তৎপর হইয়া উঠে"। ১৮৯২ সালে ইহা একটি ক্ষুদ্র জামাত ছিল; কিন্তু বৃদ্ধি লাভ করিয়া এক হাজার গুণ নয় বরং তিন হাজার গুণে বৃদ্ধিলাভ করিল। তেমনিভাবে বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের ধন সম্পদে বরকত অবতীর্ণ করা হইবে যেহেতু তাহারা এমন এক সময়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কোরবানী পেশ করিয়াছিলেন যখন তথাকথিত মুসলমানগণ ইসলামের জন্য আর্থিক কোরবানী পেশ করিতে অত্যন্ত দ্বিধাবোধ করিতেন এবং কার্যতঃ কেহই ত্যাগ স্বীকার করিতেছিলেন না। আল্লাহ্‌তায়ালা এত অনুগ্রহ দান করিলেন যে, তাহাদের (আহমদীদের) সামান্য কোরবানীর ফলে এক টাকার বিনিময়ে যাহা তাহারা দিয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে, দশ হাজার টাকারও অধিক দিলেন। অর্থাৎ তাহাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌-তালা দশ হাজার গুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়াইয়া দিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় আমরা যাহা কিছু খরচ করি সে সম্বন্ধে আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, উহা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা ইহাও বলিতে পারি না যে, উহা ঐ পরিমাণেই ফিরিয়া পাওয়া যায়, যাহা আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করি। তবে তোমাদের কিসের ভয়? যতটুকু তোমরা দিয়াছিলে উহা তোমরা ফিরিয়া পাইয়াছ বরং আল্লাহ্‌তায়ালার ব্যবহার অত্যন্ত জলন্ত সাক্ষ্য পেশ করিতেছে যে, তোমরা এক টাকা তাহার রাস্তায় খরচ করিলে তিনি দশ হাজার টাকা ইহকালে ফিরাইয়া দিবেন। তদুপরি তাহার মহব্বত, তাঁহার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতরূপে প্রতিদান পরকালে পাইবে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত

সুলভ সওদা এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজ আপনাদিগকে এই আহ্বান জানাইতেছি যে, ওয়াকফে জাদীদের দিকে আপনারা মনোনিবেশ করুন। আমি এই ইচ্ছা এবং আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের আতফাল ও নাসেরাত (পনের বছরের কম বয়স্ক বালক বালিকারা) তাহাদের দায়িত্বকে উপলব্ধি করিত এবং তাহাদের মাতাপিতারাও তাঁহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং তাহাদের জন্য বরকতের উপাদান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে যে বাচ্চারা এখন অবুঝ আছে তাহাদের পক্ষ হইতেও ওয়াকফে জাদীদের ছয় টাকা চাঁদা দিতেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা বহু বরকত অবতীর্ণ করিতেন। আর যাহাদের জ্ঞান কিছু পক্ক হইয়াছে তাহাদের সামনে মাতাপিতারা এই কথা তুলিয়া ধরিতেন যে আল্লাহ্ তায়ালা এক দরিদ্র ভিখারীরূপে তোমাদের সামনে আসেন না (নাউজুবিল্লাহ্) বরং দয়ালু, হিতৈষী এবং অনুগ্রহ-কারীরূপে তোমাদের নিকট আসেন এবং তোমাদেরকে বলেন যে, তাঁহার রাস্তায় অর্থ ব্যয় কর, যদি তোমরা এই দুনিয়াতেই দশ বিশ হাজার গুণ অধিক ধন-সম্পদ লাভ করিতে চাহ। অতএব যদি সমস্ত আতফাল ও নাসেরাত ইহার প্রতি মনোনিবেশ করে তাহা হইলে আমি মনে করি যে, সমস্ত বোঝা আমাদের আতফাল ও নাসেরাত নিজেরাই বহন করিতে পারিবে। অথবা আমাকে এইভাবে বলা উচিত যে, জামাতের সেই বাচ্চারা যাহাদিগের বয়স পনের বৎসর হয় নাই— এক মিনিট হইতে পনর বৎসর বয়স্ক যত ছেলে-মেয়ে আল্লাহ্ তায়ালা জামাতকে দান করিয়াছেন, যদি তাহাদিগের পক্ষ হইতে অথবা তাহারা নিজেরা (যদি তাহারা কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে) ওয়াকফে জাদীদের জন্য ন্যূনকল্প ছয় টাকা করিয়া দেয় (যাহা এমন বড় কিছু পরিমাণ টাকা নহে), তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের বাল্যকাল হইতেই বরকতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

কোন কোন পরিবার বাচ্চাদের পক্ষ হইতে প্রথম মাস হইতেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া আরম্ভ করিয়া থাকেন, অথবা কেহ কেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন এজন্য যে তাহারা বড় হইলে উহা যেন তাহাদের কাজে আসে। তবে ব্যাঙ্কে দেওয়া টাকা আর কতই বা বাড়িবে। উহার তো নষ্ট হইবার আশংকা আছে; উক্ত পরিমাণে উহার সেখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আল্লাহ-তায়ালার ভাণ্ডারে ত নষ্ট হইবার কোন আশংকা নাই-ই বরং বৃদ্ধি পাইবার এত উপকরণ রহিয়াছে যে, তাহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র ব্যাংকে আপনি যে একটি টাকা সংরক্ষণ স্বরূপ জমা দিবেন, তাহারা বড় হইলে সেই এক টাকার পরিবর্তে দশ হাজার অথবা সম্ভবতঃ উহারও অধিক প্রতিদান পাইবে।

তরুণদিগের পক্ষ হইতে চলতি বসরের জন্য চৌত্রিশ হাজার টাকার ওয়াদা হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সমস্ত আহমদী বালক বালিকাকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং সমস্ত আহ্‌মদী মাতা পিতারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের কল্যাণের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই। কিন্তু ইহার এই অর্থও হয় যে, খোদার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র এমন আতফাল ও নাসেরাত এবং ছোট বাচ্চাগণও ছিল যাহারা ওয়াকফে জাদীদে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। চলতি বৎসর হইতে দশ মাস পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওয়াদার মোকাবেলায় আদায় অত্যন্ত কম এবং ইহা অতি চিন্তার কারণ। আপনারা বাচ্চাদিগের বাল্যকাল হইতে এই অভ্যাস করাইবেন না যে, তাহারা খোদার সহিত ওয়াদাতো করে, কিন্তু ইহা পূর্ণ করে না। আপনিতো তাহাকে এই অভ্যাস করাইবেন যে, সে যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওয়াদা করে, তখন উহা যেন পূর্ণ করে। যদিও জমিন ও আসমান উহাদের

স্থান হইতে সরিতে বাধ্য হয়। আপনাকে তাহার হৃদয়ে এই চেতনা জাগ্রত রাখিতে হইবে যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ীত অর্থ নষ্ট হয় না। বরং এক হইতে দশ হাজার গুণেরও অধিক ফিরিয়া পাওয়া যায়। যেরূপ আমাদের ইতিহাস উহার স্বাক্ষ্য বহন করে।

এখন বৎসর শেষ হইতে দুই মাস অবশিষ্ট। আমি অনুরোধ করিতেছি এবং ইহা আমার দৃঢ় আশা যে জামাত উক্ত বিষয়ের প্রতি অনতিবিলম্বে মনোনিবেশ করিবে এবং ১৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে সকল ওয়াদা—পূর্ণ করিয়া দিবে। তরুণ ও বয়স্ক উভয়ের ওয়াদা। ইহার মধ্যেও যথেষ্ট কর্মী রহিয়াছে। আমাদের বাজেট ছিল প্রায় দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। আর আমাদের ওয়াদা হইয়াছিল প্রায় এক লক্ষ ৯৫ হাজার ৯ শত টাকা। দশ মাসের মধ্যে আমাদের আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার। ইহার অর্থ এই যে, কমপক্ষে প্রায় ৬০ হাজার টাকা এই দুই মাসের ভিতরে আদায় হওয়া উচিত এবং বাচ্চাদিগের পক্ষ হইতে কমপক্ষে ২২ হাজার ৮ শত টাকা আদায় হওয়া উচিত। এই ২২ হাজার টাকা উক্ত ৬০ হাজার টাকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাতেও ওয়াকফে জাদীদের প্রয়োজন পূর্ণ হয় না। কেননা মজলিসে শূরার সময় বন্ধুরা ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে আমাদের বেশী বেশী মুরব্বী ও মোয়াল্লেমের দরকার এবং ওয়াকফে আর-যীতে যে সকল বন্ধুরা জামাতগুলিতে যান তাঁহাদের অনেকে আমাকে পত্র লিখিয়াছে যে অমুক জামাতের প্রয়োজন, আপনি এখানে কোন একজন মোয়াল্লেমকে পাঠান। আর আমি প্রত্যেক চিঠির উপর চিন্তিত হইয়া পড়ি। প্রয়োজন আছে, কিন্তু মোয়াল্লেম নাই। আমি মানুষ কোথা হইতে আনয়ন করি? এবং আমি পূর্বেও কয়েকবার আহ্বান জানাইয়াছি, এখন পুনরায় আহ্বান জানাইতেছি যে, ওয়াকফে জাদীদকে মোয়াল্লেমও দিন এমন মোয়াল্লেম যাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের জীবন আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করিতে চাহেন। এমন মোয়াল্লেম নহে যাহারা ইহা মনে করে যে, পৃথিবীতে আর কোন স্থানে তাহাদের সুযোগ নাই, অতএব ওয়াকফে জদীদে যাইয়া মোয়াল্লেম হইয়া যাও। বরং বুদ্ধিমান দোওয়াকারী, খোদা ও তাহার রসুলের প্রেমিক, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কোরানের যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছেন উহার প্রতি গভীর ভাবে আশক্ত এবং মানব সেবায় একান্ত উৎসাহী ব্যক্তির মোয়াল্লেম রূপে প্রয়োজন। যাহার অন্তরে মানুষের জন্য আবেগ নাই সে মোয়াল্লেম হইতে পারে না। কেননা উহা নিশ্চিত সত্য যে পার্থীব ভাবে অথবা ধর্মীয় ভাবে আমরা আমাদের ভ্রাতাকে যাহাই দান করিয়া থাকি উহা সেবার আবেগেই হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে আমরা দান করিতেই পারি না। নিজের সময়, অর্থ বা জীবন যাহাই হউক দিই না কেন, ইহলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বা পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে, উভয় ব্যাপার তখনই ঘটিয়া থাকে যখন আমাদিগের হৃদয়ে সৃষ্ট জীবের সেবার জন্য উদ্দীপনা থাকে। যখন আমরা কোরআন শরীফের শিক্ষা দিয়া থাকি, যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী কাহারো সামনে পেশ করিয়া থাকি, অথবা তাহার জন্য আমরা কোন পার্থীব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহার সহিত বাহির হই, উভয় অবস্থাতেই মানব সেবার অন্তর্নিহীত উৎসাহ, উহার জন্য উদ্দীপক হইয়া থাকে। যদি ধর্মীয় কারণে বা পার্থিব কারণে মানবসেবায় উদ্দীপনা না থাকে, তবে আমরা তাহার কাজের জন্য তৎপর হইতে পারি না। সুতরাং আমাদের এরূপ নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মনিয়োগকারী মোয়াল্লেমের দরকার। আগামী জানুয়ারীতে পরিকল্পনা রহিয়াছে প্রথম বৎসর অপেক্ষা অধিক লোক লওয়ার। তাহা হইলে ইহার অর্থ

এই দাঁড়ায় যেগুলির তুলনায় তাহাদের জন্য অধিক ব্যয় করিতে হইবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহাদের জন্য দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকার প্রয়োজন। ওয়াদা উহা হইতে প্রায় বাইশ হাজার টাকা কম আসিয়াছে। সুতরাং আমি আপনাদিগকে ইহা বলি যে, অগ্রসর হউন এবং আপনারা আপনাদের ওয়াদার সীমা অতিক্রম করিয়া সেই মার্গে উপনীত হউন যাহা জামাতের প্রয়োজনের মার্গ। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদিগকে এবং আমাকে উহার তৌফিক দান করুন।

অনুবাদক– আহমদ সাদেক মাহমুদ

★

রমজানের সাধনা

॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ ॥

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

"হে মোমেনগণ, তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণের ন্যায় সিয়ামকে তোমাদের জন্য অবশ্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে যেন তোমরা সংযমী হইতে পার (সুরা—বকর আয়াত ঃ ১৮৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহতালা রোজা রাখার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহতালার নির্দেশ, এবং এই নির্দেশ কিভাবে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ) স্বীয় উম্মতকে প্রতিপালিত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাই আমরা এই নিবন্ধে আলোচনা করিব। যে কাজই মানুষ করুক না কেন সেই কাজের নমুনা বা আদর্শ সামনে না থাকিলে, ক্রমান্বয়ে মানুষ উহার প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। অথচ নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর আদর্শ আজও জীবিত আদর্শ। এই আদর্শ জীবিত রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দিতে মোজাদ্দেদগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অবশেষে আমাদের এই যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আগমনে ইসলামের আদেশ-নিষেধের প্রতি যাহারা আস্থা হারাইয়া ফেলিয়া ছিল, পুনরায় উহার প্রতি তাহাদের আস্থা ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যেসব মুসলমান এখনও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনিতে পারেন নাই ; রোজা নামায হজ্ব যাকাতের প্রতি তাহাদের আস্থা নাই বলিলেই চলে ; আদর্শহীন শুষ্ক যুক্তির দ্বারা মুসলিম সমাজে প্রেরণা যোগাইবার জন্য হাজার হাজার প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু উহা আজ ব্যার্থতায় পর্যবসিত, মুসলিম জীবনের মধ্যে উহা প্রেরণা যোগাইতে আদৌ সমর্থ হয় নাই। ফলে ইসলামী এবাদতের অনুষ্ঠানগুলি বাহ্যিক রছমরূপে রহিয়া গিয়াছে। হাদিসে এই যুগের আলেম সমাজকেই 'দাব্বাতুল আরজ' বলা হইয়াছে। দাব্বাতুল আরজ অর্থে সেইসব আলেমকেই বুঝায় যাহাদের মধ্যে মোটেই আধ্যাত্মিকতা নাই। মধ্য যুগে ইমাম গাজ্জালী, আহমদ সরহান্দী, আহ্‌মদ শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় অলি-আল্লাহগণ রসুল (সাঃ আঃ) এর আদর্শকে সঞ্জীবীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজ উহাও রছমেই পরিণত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আজ আমরা সিয়াম সাধনা সম্পর্কেই আলোচনা করিব।

সিয়ামের ধাতুগত মূল অর্থ কোন বস্তু, বিষয় বা কর্ম হইতে ফিরিয়া থাকাকে সিয়াম বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় সোবহে সাদেক বা উষার প্রারম্ভ হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্যন্ত সর্ব-প্রকার পানাহার হইতে বিরত থাকা এবং যৌন সংসর্গের সংস্পর্শ হইতে আত্ম-সম্বরণ করাকে সিয়াম বলা হয়। কোরআন অতি পরিষ্কার ভাবেই আত্ম-সংযমকেই রোজার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যেখানে সাধারণ মাসে মানুষের জন্য পানাহার স্বীয় স্ত্রীর সহিত যৌন সংসর্গ বৈধ ছিল রমজানের মাসে দিবাভাগে একজন রোজাদারকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। কতটুকু সংযমী হইলে যে, মানুষ তার ন্যায় অধিকার পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। খোদাতালার জন্য প্রয়োজনবোধে মানুষের সর্বপ্রকার অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই রোজার পরিণাম, যদি কোন মুসলিম এরূপ না করে তাহা হইলে মুসলমানের মুসলমানী থাকিতে পারে না। আর মানব প্রকৃতি জীবনের উন্নতির মূল ইহাই। মানুষকে আল্লাহ-তালা যেসব প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এইসব যতক্ষণ না সে স্বীয় স্রষ্টার জন্য উৎসর্গ করিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সৃষ্টির সেরা আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

ইসলামের পূর্ণতম বিধানে মানুষের চরম উন্নতির ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইজন্যই মানব শ্রেষ্ট হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ) রোজার সাধনা সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ—

"যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখিয়াছে এবং উহার সবদিক জানিয়া লইয়াছে ও যথাযথভাবে উহার হেফাজত করিয়াছে তাহার পূর্ব পাপ তিরোহিত হইয়াছে।"

هو شهر الصبر و شهر المواساة

"রমজান ধৈর্য্যের মাস, সততা ও সদ্ব্যবহারের মাস।"

"রোজা রোজাদারগণের জন্য ঢাল স্বরূপ যে পর্য্যন্ত না সে উহা ভাঙ্গিয় ফেলে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন কিসে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলিলেন মিথ্যাও পর নিন্দার দ্বারা।"

রোজা-রোজাদারগণের আত্মরক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ অতএব সে অশ্লীল কাজ করিবে না, ঝগড়া কলহ করিবে না। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয়, বা প্রহার করিতে আসে তাহা হইলে রোজাদার ব্যক্তি তাহাকে বলিবে আমি রোজাদার, অর্থাৎ এই কথা বলিয়া সে উক্ত প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।"

আবার অনেকেই রোজা রাখে কিন্তু যথাযথ উহার অবশ্য পালনীয় বিষয়ের হেফাজত করে না বলিয়া, সে শুধু উপবাস করিয়াই মরে।

من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه و شرابه

"যে ব্যক্তি মিথ্যা ও মিথ্যা সংস্রব পরিত্যাগ করে নাই, আল্লাহ্ তালা তাহার রোজার প্রত্যাশি নহেন।"

এমন ব্যক্তি শুধু উপবাস করিয়াই মরে, আল্লাহ্-তালার হুজুরে তাহার পানাহার প্রসঙ্গের কোনই সার্থকতা নাই। ইহাতে বুঝা যায় কেবল পানাহার পরিত্যাগের নামই রোজা নহে, যাবতীয় প্রবৃত্তি নিচয়ের সংযমের নামই রোজা। রোজার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসম্বরণ লাভ না করিতে পারিলে রোজার সার্থকতা কোথায়? আত্মশুদ্ধি ও সংযমশীলতা লাভ করার জন্য রোজার ন্যায় রিয়াজতের তুলনা নাই বলিলেই চলে। এই রোজা সম্পর্কেই আল্লাহ্ তালা বলিতেছেন ঃ—

الصوم لى وانا اجزى به

"আমার জন্যই রোজা এবং আমিই ইহার পুরস্কার দান করিব।" (হাদিসে কুদ্‌সী)

যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করিতে পারিলে অবশ্যই আল্লাহ্‌তালার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমানে আহ্‌মদীয়া জমাত। এই জমাত বর্তমানে অন্য মুসলমানের তুলনায় মুষ্টিমেয় হইলেও আল্লাহ তালা এই জমাতকে মনোনীত করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে অশেষ পুরস্কার দান করিয়াছেন। বর্তমানকালে আহমদীয়া জমাতই রোজার প্রকৃত প্রতীক। রোজার সার্থকতা এই জমাতের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পাশ্চাত্য জাতি এই জমাতের প্রচারের ফলে ক্রমশঃ ইসলামের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

খোদাতালার ফজলে অচিরেই দুনিয়া দেখিতে পাইবে যে, সারা বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রচারের ফলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছে।

এতেকাফ ও শবেকদর

রমজান মাসে দিনের বেলায় যৌন সংসর্গের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিলেও রাত্রিকালে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সংসর্গ বৈধ; কিন্তু যখন একজন রোজাদার মসজিদে এতেকাফে থাকিবে তখন রাত্রিকালেও স্বীয় স্ত্রীর সহিত যৌন সংসর্গ হইতে পৃথক থাকিবে এবং পায়খানা পেশাব ব্যতিরেকে মস্‌জিদ হইতে বাহির হইবে না।

কেবলমাত্র এবাদত ও যেকের আযকার এবং দোয়াতে মশগুল থাকিবে। ইহা রমজান মাসের চরম কৃচ্ছসাধন, এই এতেকাফ রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রি মসজিদে থাকিবে। শেষ দশ রাত্রিতে বেজোড় রাত্রি গুলিতে শবে-কদর অন্বেষণ করিবার জন্য রসুল করীম (সা: আঃ) বলিয়াছেন:—

تحروا ليلة القدر فى العشر الا واخر من رمضان -

"রমজান মাসে শেষ দশ রাত্রিতে শবে-কদর অন্বেষণ কর।"

রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে শবে-কদর অন্বেষণ করার কথা উক্ত হাদিসে আছে, এই শবে-কদর কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কোরআন বলিতেছে যথা:—

ليلة القدر خير من الف شهر
تنزل الملئكة والروح فيها

লায়লাতুল কদর হইল হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, উক্ত রাত্রে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়, বিশেষ করিয়া 'আর্‌রোহ' (আল্লাহ্‌তালার নির্দেশ বাহক ফেরেস্তা, যাহার আগমনে পৃথিবী সঞ্জীবিত হয়) অবতীর্ণ হয়। আর রমজান মাসেই কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহা যুগ যুগান্তর পর্যন্ত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিতে থাকিবে। মহিমান্বিত কোরআন অবতীর্ণ হইয়া এই মাসকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

শবে কদর যে, দোয়া কবুলিয়তের রাত্রি ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহা বিশেষ এবাদতের রাত্রি, রং-তামাশা বা বিশেষ খাবারের রাত্রি নহে। ইহা আল্লাহ্‌তালার নৈকট্য লাভের রাত্রি, এবং আল্লাহ্‌তালার রহমত আকর্ষনের রাত্রি, আল্লাহ্‌তালার সন্তুষ্টির রাত্রি রছমী মুসলমানগণ ইহাকে এক রং-তামাশার রাত্রি সাজাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মৌলবীগণও ইহাকে হালুয়া খাবার দিনে পরিণত করিয়াছে। ইহা যে, আত্মিক খাদ্যের জন্য এক মহান রাত্রি; একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

واذا سألك عبادى عنى فانى قريب
اجيب دعوة الداع اذا دعانى

"যখন আপনার নিকট আমার সম্পর্কে আমার বান্দা গণ জিজ্ঞাসা করে তখন তাহাকে বলুন। নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আহ্বান কারীর ডাকে আমি সাড়া দেই।

রমজান প্রসংগেই আল্লাহ্‌তালা এই কথা বলিয়াছেন। দোয়া কবুলিয়াতের সহিতও রোজার

নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। এইজন্য রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রি বিশেষ সাধনার রাত্রি, মানবাত্মার উন্নতির জন্য এই রাত্রিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি; রহমান খোদার রহমত বিতরণের রাত্রি, যাহাদিগকে আল্লাহ্-তালা এই রাত্রিগুলি বিশেষ এবাদতের মধ্যে কালাতিপাত করিবার সৌভাগ্যদান করিয়াছেন তাঁহারা বড়ই ভাগ্যবান। আশা করি ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ এই গৌরবান্বিত রাত্রিগুলিতে বিশেষ এবাদতের মধ্যে কালাতিপাত করিবেন। কারণ শবে কদরের রাত্রিতে যে এবাদত করা যায় উহা হাজার মাস এবাদতের চেয়েও উত্তম।

শবে-কদর সম্পর্কে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন: নবী বা মুজাদ্দেদের যুগকেও শবে কদরের রাত্রি বলা হয়। নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন—যেখানে আমার সাহাবাগণ এক মুষ্টি আটা খোদাতালার পথে ব্যয় করিয়াছেন, তৎপরবর্তী যুগের লোকেরা ওহুদ পর্বত তুল্য স্বর্ণ আল্লাহ্তায়ালার পথে ব্যয় করিলেও তাহাদের (সাহাবাগণের) এক মুষ্টি আটার তুল্য হইবে-না। নবিগণের যুগকেই আল্লাহ্তালা শবে কদর বা মহিমান্বিত রাত্রি নামে অভিহিত করিয়াছেন। সত্যিকার শবে-কদর নবিগণের যুগকেই বলা হইয়াছে। কারণ খোদাতালার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য মোমেনদিগকে চরম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। মোমেনগণের স্বীয় অস্তিত্ব কোরবানীর উপরই তৌহীদের বীজ মন্ত্র দু'নয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়; এইজন্যই আল্লাহ্তালো এই যুগকে 'লায়লাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রাত্রি নাম দিয়াছেন। যেহেতু রমজানের মাসেই কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল সেইজন্য আল্লাহ্তালা এই রাত্রিকে চিরদিন স্মৃতি-স্বরূপ বৎসরের পর বৎসর মানব জগতে স্মরণ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যেন মানুষ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগকেও ঈদরূপে গণ্য করেন। যেমন কবে হযরত হাজেরা (রাজিঃ) 'ছাফা' এবং 'মারওয়াহ' নামক দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন, তাহা আল্লাহ্তালার নিকট এত পছন্দনীয় হইয়াছিল যে, আজিও হাজিগণের জন্য উক্ত স্থানে দৌড়াদৌড়ি করা অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে হাজেরা (রাজিঃ) দৌড়াইয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য এখন বিদ্যমান না থাকিলেও অবশ্য হাজিদিগকে উহা করিতেই হইবে।

একমাস রোজা পালন করিবার পর রোজাদারগণের জন্য শাওয়ালের প্রথম রোজা ঈদ উদযাপন করিবার জন্য ইসলামে বিধান রহিয়াছে। যাঁহারা যথাযথরূপে রমজান মাসের রোজা রাখিয়াছেন তাঁহারাই এই ঈদ পালন করিবার একমাত্র অধিকারী। আর যাহারা রুগ্ন বা বিদেশে ছিলেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহারা বিদেশে আছেন বা যাহারা রুগ্ন, রমজান মাসে রোজা রাখিতে অসমর্থ তাহারা অন্য সময়ে রোজা রাখিবে। রুগ্নব্যক্তি সুস্থ হইলে রাখিবে, মোছাফের ব্যক্তি বাড়ী আসিলে রাখিবে। আর যাহারা সব সময়ই বিদেশে থাকেন তাহারা এই নির্দেশের আওতা ভুক্ত নহে। তাহারা বিদেশে থাকা কালিন অবস্থাই রোজা রাখিবে। কিন্তু ঈদ শওয়ালের প্রথম তারিখেই করিবে।

—ফেৎরানা—

প্রত্যেক মুছলমানের জন্য, কি পুরুষ কি মহিলা, কি বৃদ্ধ কি শিশু, এমন কি যে শিশু ঈদের দিন সকালে ভূমিষ্ট হইয়াছে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষ হইতে ফেৎরানা আদায় করিবে। মাথা পিছু প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের এক ছা করিয়া আদায় করিবে। যে, যে খাদ্য ব্যবহার করিবেন সে উহা হইতেই ফেৎরানা আদায় করিবেন। এবং নিজ নিজ স্থানীয় মূল্য (যদি কেহ মূল্য হিসাবে ফেৎরানা আদায় করিতে চাহেন) হিসাবে ফেৎরানা আদায় করিবেন। চাউল, আটা, পনির, কিসমিস, খেজুর প্রভৃতি প্রধান খাদ্য হইতে ফেৎরানা বাহির করিতে হইবে। এক ছা'র পরিমাণ (তিন সের

বার ছটাক) ঈদের পূর্বেই এই ফেৎরানা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে।

— ঈদুল ফেতেরের নামাজ —

ঈদের নামাজ ১২ তকবীরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবে। সিনায় হাত বাঁধিবার পর 'সানা' পাঠ করিবে তৎপর হাত ছাড়িয়া সাতবার তকবীর বলিবে। প্রত্যেক তকবীরের সহিত হাত কান বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে এবং ছাড়িয়া দিবে। সপ্তম তকবীরের পর অষ্টম বারে হাত সিনায় বাঁধিবে এবং কেরাত পাঠ করিবে। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত পড়িবার পূর্বে পাঁচ বার এইভাবে তকবীর বলিবে। এই নামাজে আজান ও একামত কিছুই নাই। 'ঈদুল আজহা'র নামাজও এইভাবেই আদায় করিতে হইবে। ঈদগাহে এক পথে যাওয়া, এবং অন্য পথে আসা নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর সুন্নত।' যাওয়া আসার কালে পথে তকবীর বলিতে বলিতে পথ চলিবে। নামাজের পর ইমাম জুমআর খোৎবার ন্যায় খোৎবা পাঠ করিবে। উভয় ঈদের নামাজে কেরাত উচ্চ শব্দে পাঠ করিবে। ঈদের নামাজে মহিলাগণও যাইবে। ঋতুবতি মহিলাগণও ঈদগাহে যাইবে এবং তাহারা (নামাজে নয়) দোয়াতে শরীক হইবে? বৃষ্টি বাদল হইলে, মসজিদেও ঈদের নামাজ আদায় করা যাইতে পারে। ঈদুল আজহার নামাজ জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে আদায় করিতে হয়।

★

—রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস সমীপে— —রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্র—

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বিভিন্ন রাজা বাদশাহর নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সম্বন্ধে ইসলামের এককালীন ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ান বলিয়াছেন, আমি যখন সিরিয়ায় ছিলাম তখন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি পত্র পৌঁছে। পত্র পাইয়া হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবী করে, তাহার গোত্রের কোন লোক কি এখানে আছে? উপস্থিত সকলে বলিল। "হাঁ একদল কোরেশ আছে।" সম্রাটের আদেশে অন্যান্য কোরেশদের সহিত আবুসুফিয়ানও সম্রাটের দরবারে হাজির হইলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবী করে তাহার নিকটস্থ আত্মীয় তোমাদের মধ্যে কে আছে? আবু সুফিয়ান উত্তর করিলেন, 'আমি'। সম্রাট দোভাষীকে বলিলেন, তাহাদিগকে (কোরেশদিগকে) বল যে, আমি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে নবী বলিয়া দাবী করে। যদি সে (আবু সুফিয়ান) আমার নিকট মিথ্যা বলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিও। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আবু সুফিয়ান বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ যদি আমার নামে মিথ্যা অপবাদের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার (রসুলুল্লাহ্‌র) বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিতাম। দোভাষীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত বাক্যালাপ রোমান সম্রাট ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে হয়।

সম্রাট : তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে জান যিনি নবী বলিয়া দাবী করিয়াছেন? তুমি কি বলিতে পার তাঁহার কিরূপ বংশে জন্ম?

আবু সুঃ : তাঁহার জন্ম সম্ভ্রান্ত বংশে এবং তিনি আমার নিকট আত্মীয়।

সম্রাট : তাঁহার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কি কেহ রাজা ছিলেন?

আবু সুঃ : না।

সম্রাট : তাঁহাকে কি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ?

আবু সুঃ : না।

সম্রাট : যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে তাহারা প্রধান প্রধান ব্যক্তি, না দরিদ্র ব্যক্তি?

আবু সুঃ : তাহারা দরিদ্র ব্যক্তি।

সম্রাট : উহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে না কমিতেছে?

আবু সুঃ : বরং তাহারা বাড়িয়া চলিয়াছে।

সম্রাট : তাহাদের ভিতর কি কোন ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরে বিরক্ত হইয়া ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

আবু সুঃ : না।

সম্রাট : তোমরা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ?

আবু সুঃ : হাঁ।

সম্রাট : উহার ফলাফল কি হইয়াছে?

আবু সুঃ : চাকাতে বাঁধা বালতির ন্যায় কখনও তাহারা জিতিয়াছে কখনও আমরা জিতিয়াছি, কখনও তাহারা হারিয়াছে কখনও আমরা হারিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্থলে বদর যুদ্ধে, যে যুদ্ধে আমি ছিলাম না, তাহারা আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। কিন্তু আমার পরিচালনায় ওহোদ যুদ্ধে তাহাদিগকে আমরা উচিত শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমরা তাহাদের হৃদপিণ্ড বিদির্ণ করিয়াছিলাম, তাহাদের নাক কান কাটিয়াছিলাম।

সম্রাট : সে কি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে?

আবু সুঃ : না? তবে এখন আমরা তাহার সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ। দেখা যাক সে ইহার মধ্যে কি করে।

সম্রাট : তাঁহার পূর্বে কি কেহ নবুওত দাবী করিয়াছিল?

আবু সুঃ : না।

সম্রাট : তিনি কি শিক্ষা দেন?

আবু সুঃ : একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে বলেন, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করিতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত পুতুলের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলিতে উপদেশ দেন, বদ আমল ত্যাগ করিতে বলেন। পরস্পরের মঙ্গল করিতে এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে ও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেন।

অতঃপর রোমান সম্রাট দোভাষীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, তোমাকে আমি প্রথমে বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম এবং তুমি বলিলে যে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের। নবীগণ সর্বদাই উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কি কেহ রাজা ছিল? তুমি বলিয়াছ, না। আমি বলিব, যদি তাহার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেহ রাজা থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে সে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য এরূপ করিতেছে। আমি তোমাকে তাহার অনুবর্তীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি দরিদ্র ব্যক্তি না প্রধান প্রধান ব্যক্তি? তুমি উত্তর করিলে, তাহারা দুর্বল ব্যক্তি। নবীদের

অনুবর্তীগণ দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিই হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহাকে কি মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ? তুমি উত্তর করিয়াছ, না। আমি বলি, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই, তিনি কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারেন? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—কোনও লোক কি তাহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিরক্তি বোধ করিয়া ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে? তুমি বলিয়াছ, না তাহা করে নাই। আমার মন্তব্য হইল, ইমান এইরূপই হয়, যখন ইহার আনন্দ হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বাড়িতেছে, না কমিতেছে? তুমি বলিয়াছ যে, তাহারা বাড়িতেছে। নবীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার অনুগামীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তোমরা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ; এবং ফলাফল কি হইয়াছে? তুমি উত্তর দিয়াছ যে, তোমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, কখনও তিনি জিতিয়াছেন, কখনও তোমরা। প্রকৃত-পক্ষে নবী ও তার অনুসারীদের উপর এইরূপ পরীক্ষা হয়। কিন্তু শেষফল তাহাদের। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি কি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি উত্তর দিয়াছ যে, সে চুক্তি ভঙ্গ করে না। সত্যই নবীগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহার পূর্বে কি কেহ নবুয়ৎ দাবী করিয়াছে? তুমি বলিয়াছ—না। আমার কথা হইল যে, যদি কেহ তাঁহার পূর্বে ইহার দাবী করিত, আমি বলিতাম যে, এই ব্যক্তি তাঁহার বলা কথা বলে।

অতঃপর সম্রাট আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, তিনি কি শিক্ষা দেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তুমি বলিয়াছ যে, তিনি এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে, সত্য কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সত ভাবে জীবন যাপন করিতে বলেন ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ তদনুযায়ী তিনি সত্য সত্য নবী। আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম যে, তিনি আবির্ভূত হইবেন; কিন্তু আমি ভাবি নাই যে, তিনি তোমাদের ভিতর আবির্ভূত হইবেন। যদি আমি জানিতাম যে, আমি তাহার বাধ্যানুগত থাকিতে পারিব, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। যদি আমরা তাঁহার নিকট থাকিতাম, আমি তাঁহার পদযুগল ধৌত করিতাম। তাঁহার রাজত্ব আমার পায়ের তলে যাহা আছে সে পর্যন্ত পৌঁছিবে। (বুখারী হইতে গৃহিত)।

হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কর্তৃক প্রেরিত পত্রটি হইল ঃ

আল্লাহ্‌র দাস ও প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মাদের পক্ষ হইতে রোমানপ্রধান হেরাক্লিয়াসের নিকট। ঐশী উপদেশের যাহারা অন্বেষণ করে তাঁহাদের উপর শান্তি। অতঃপর হে রাজন! আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতেছি। আপনি মুসলমান হউন। আল্লাহ্‌তালা আপনাকে সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং আপনাকে দু বার পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু আপনি যদি অস্বীকার করেন এবং এই আহ্বানে সাড়া না দেন তাহা হইলে শুধু আপনার অস্বীকৃতির পাপ নহে, আপনার প্রজাদের অস্বীকৃতির পাপও আপনার মস্তকে বর্তিবে। "বলুন, হে গ্রন্থধারী জাতি! আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও উপাসনা করি না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করি না এবং আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাহাকেও প্রভু বলিবে না। কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে বলুন স্বাক্ষী থাক, আমরা আল্লার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি"। (যুরকানী)।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিয়াও তাঁহার

সভাসদদের বিরোধিতায় এবং রাজত্ব হারাইবেন আশঙ্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন। যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দূতকে সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন এবং সভাসদ কর্তৃক অনিরুদ্ধ হইয়াও পত্রটি ছিন্ন না করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেন। ইহাতে রসুলুল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁহার রাজত্ব রক্ষা পাইবে। বস্তুতঃ তাঁহার রাজত্ব রক্ষা পাইয়াছিল এবং তাঁহার বংশধর বহুদিন ধরিয়া রোমান সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এশিয়া ও আফ্রিকার রোমান রাজ্যসমূহ মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে।

॥ আবু আরেফ ॥

★

তরবিয়তি ক্লাশের রিপোর্ট

নূরউদ্দীন আহমদ

কায়েদ, মজলিশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

জনাব সভাপতি সাহেব, সিলসিলার মুরব্বীগণ ও আমার প্রিয় খোদ্দাম ও আৎফাল ভ্রাতৃবৃন্দ,

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বারকাতাহু। সূরা তওবার ১৫রুকুতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,—"মোমিনদের জন্য ইহা সম্ভবপর নয় যে, তাহারা সকলে একত্রিত হয়ে বের হয়ে আসে (ধর্ম-শিক্ষার্থে) অতএব তাহাদের মধ্য হতে একদল—ধর্ম শিক্ষার্থে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করার জন্যে কেন এগিয়ে আসে না?" স্কুল-কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ধর্মীয় জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ঢাকার মজলিশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার তরফ হতে আয়োজিত এক পক্ষকালীন তরবিয়তী ক্লাশের আজ অবসান হল। আজ আমি আমার ছাত্র ভাইগণকে 'বিদায় সম্ভাষণ' জানাতে দাঁড়িয়েছি। সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই অস্বস্তি অনুভব করছি এবং কবে আবার সকলে মিলে এমনি ধরণের রূহানি পরিবেশের ভিতর দিন কাটাবো—তার অপেক্ষা করছি। আল্লাহ্ আমাদিগকে দ্বিনের খেদমতের জন্যে আরো বেশী সময় দেবার তৌফিক দিন। (আমীন)।

এই প্রোগ্রামকে কামীয়াব করার জন্যে আমাদের চেষ্টার এতটুকুও বাকি রাখিনি। প্রোগ্রাম শুরু করার প্রায় একমাস আগে থেকেই প্রতি জুম্মায় তা এলান করা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত আঞ্জুমানে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে; পত্র-পত্রিকাদির মারফৎ প্রচার কার্য্য চালানো হয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার যার বিশেষ রহমতের ফলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। বরং গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ছাত্রের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী ছিল।

পূর্ব নির্দ্ধারিত প্রোগ্রামনুযায়ী ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার ভোর ৪টায় তাহাজ্জুদ নামাজান্তে এই মহান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

জনাব হাসান সাহেব তরবিয়তী ক্লাশের গুরুত্ব ও আহমদী ছেলেদের দায়ীত্ব সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা

প্রদান করেন। সদর মুরব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ ও ঢাকা জিলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেব এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করেন। তার পরপরই শুরু হয় দৈনন্দিন কর্মসূচী।

১লা ডিসেম্বর হতে শুরু করে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম চালু ছিল। প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাজ হইতে শুরু করিয়া সেহরী, ফজরের নামাজ, বিশ্রাম, ইসরাকের নামাজ, কোরআন শরীফ পাঠ ও শিক্ষা, হাদিস ও নামাজের তরজমা শিক্ষা, মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদি পাঠ, ব্যক্তিগত পড়াশুনা, বিশ্রাম, যোহরের নামাজ, ওফাতে ঈসা (আঃ) ইসলামে নবুওয়ত সম্বন্ধে দলিলাদি, আল্লাহ্‌-এর অস্তিত্ব ও মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণাদি, আসরের নামাজ, দরসে কোরআন, খেলাধূলা, ইফতার, মাগরিবের নামাজ, খাওয়া, এশার ও তারাবীর নামাজ, ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন বক্তার বিশেষ তরবিয়তি লেকচার, প্রশ্নোত্তর, জিকরে ইলাহী ও তৎপর নিদ্রাযাপনের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হয়।

আমাদের প্রোগ্রাম দেখে কিছু সংখ্যক অভিবাবক বেশ একটু ঘাবড়িয়ে পড়েছিলেন কিন্তু আমাদের কৃতী ছাত্রগণ তাদের ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা এবং সংযমের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। ধর্মীয় শিক্ষার জ্ঞান আহরণের জন্য যারা বের হয়ে আসে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের ছায়ায় তারা বেড়ে উঠে। যে-কোন ধরণের ক্লান্তি তাদের জন্য অতি সামান্য বলেই মনে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল জামাত হতেই ছেলেরা এতে সামেল হয়েছেন। তন্মধ্যে সুন্দরবন হতে ২ জন, চট্টগ্রাম হতে ২ জন, নোয়াখালী হতে ১ জন, কুমিল্লা হতে ১৩ জন, ময়মনসিংহ হতে ৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ১০ জন, নারায়ণগঞ্জ হতে ৯ জন ও স্থানীয় ৪০ জনসহ মোট ৭২ জন ছাত্র এই প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২ জন, কলেজ হতে ১৪ জন ও স্কুল হতে ৫৬ জন ছাত্র ছিলেন। খোদ্দামের সংখ্যা ছিল ৪০ জন ও অবশিষ্ট ৩১ জন ছিলেন আৎফাল।

শিক্ষাদানের সুবিধার্থে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে আমরা ছেলেদেরকে দুইভাগে ভাগ করে নিই। সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপ। ক্লাশ পরিচালনা করেন সদর মোরব্বী আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মৌলবী মুহিবুল্লাহ সাহেব, মৌলবী আলী আকবর সাহেব। ঢাকা জিলা কায়েদ জনাব শহিদুর রহমান সাহেব ও জনাব কামাল উদ্দীন সাহেব। তাঁরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে গিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দিন (আমীন)। আমাদের রিজিওন্যাল কায়েদ জনাব প্রফেসর মোছলেহ উদ্দীন খাদিম সাহেব গত ৭ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম হতে এসে ১৫ তারিখ পর্যান্ত আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। ক্লাশও নিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকেও জাযায়ে খায়ের দিন (আমীন)

তরবিয়তি ক্লাশ পরিচালনা কালীন আমরা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের ছেলেদের ভিতরে ও বাইরে তালিম ও তরবিয়তের বিশেষ অভাব রয়েছে। কিন্তু জানবার ও শিখবার আগ্রহ তাদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা, যারা অভিবাবক, তারা এদিকে মনোযোগ দিচ্ছি না। আল্লাহ্‌তায়ালা পাক কোরানে বলেন।"

قوا انفسكم و اهليكم نارا

অর্থাৎ "তোমার নিজেকে ও তোমার সন্তান-সন্ততি-গণকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও।" অভিবাবকগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তারা যেন আল্লাহ্‌-তায়ালার উক্ত বাণীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন ও বাস্তবে তা প্রতিফলিত করেন। ছেলেকে তরবিয়ত বিহীন উচ্চ

শিক্ষায় শিক্ষিত করায় প্রকৃত ফায়দা নেই। ভিত্তি মজবুত না হলে প্রাসাদের জৌলুসের কোন মূল্য নেই, যারা আল্লাহ ও তার রসুলের সন্তুষ্টির জন্য আমাদিগকে ছেলে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এবং রুহানী পরিবেশে তার ছেলেকে রেখেছেন তাদিগের শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাদিগের সহায় হউন (আমীন)।

পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী এই তরবিতী ক্লাশের সফলতার জন্যে যারা সক্রিয়ভাবে এখানে কাজ করেছেন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে সাহায্য করছেন তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা জাযায়ে খায়ের দিন।

১৫ দিনের খো'রাকী বাবদ প্রতিটি ছেলের জন্য আমরা ৩০৲ টাকা করে চাঁদা ধার্য করেছিলাম কিন্তু ছেলেদের ভিতর অনেকেই টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে আপনাদের খেদমতে হাজের হতে হয়েছে। আপনারা যারা দরদে দিলের সঙ্গে চাঁদা দিয়ে আমাদের সহযোগীতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা সকলেই ঋণী। আল্লাহ্ আপনাদের জাযায়ে খায়ের দিন (আমীন)।

পরিশেষে, ছেলেদের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা এই ১৫ দিনে যা শিখেছেন তা অতি সামান্য। মসীহে মাওউদ (আঃ) যে তালীম ও তরবিয়ত দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—তারই প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের আমলে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখতে চান। সময় অতি কম—দায়ীত্ব বড়; এই কথা মনে রেখে আপনারা এগিয়ে চলুন। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হউন (আমীন)। নিতান্ত বাধ্য বাধকতার খাতিরে মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে হয়েছে—সেজন্য আমি দুঃখিত। আপনারা আমাদের মেহমান ছিলেন। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আপনাদিগকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি তার জন্যেও দুঃখ করছি।

উপস্থিত সকলের নিকট আমার আরজ—আপনারা দোয়া করবেন যেন আমাদের খোদ্দাম ও আৎফাল ভাইগণ খলিফাতুল মসীহ সালেস-এর যোগ্য তৃতীয় বংশধর বলে প্রমাণ দিতে পারে। (আমীন-সুম্মা আমীন)।

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বারকাতাহু। *

---

* গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তরবিয়তি ক্লাসের সমাপ্তি দিবসে লেখক কর্তৃক পঠিত।

★

আল্লাহ্‌কে যে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন

মুহাম্মদ সফীউল আলম নিজামী

সেদিন মঙ্গলবার। সকালবেলা অফিসে আসার পর থেকেই একপ্রকার ভারাক্রান্ত, মন নিয়েই বসেছিলাম। হযরত মওলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের শুভাগমনে গত বৎসর ঠিক এমনি দিনেই আমার ১০০৲ টাকার ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশনের ওয়াদা, জোশের বশবর্ত্তী হয়ে ১০০০৲ টাকায় উন্নীত করেছিলাম। রবিবার দিন দুপুর বারটায়—'কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম, মোহ্‌তারেম জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেব জমাতী দোস্ত সমদ্বিব্যাহারে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বাসস্থানে আগমনপূর্বক একপ্রকার জোরের সাথে জানিয়েছেন যে—৩০শে জুন, 'ফজলে ওমরের' এক তৃতীয় চাঁদা পাঠাবার শেষ তারিখ চলে গেছে এবং আমাদের অক্ষমতা অথবা অসহযোগীতার দরুন তার পক্ষে এক তৃতীয় চাঁদা এখনও পাঠান সম্ভব হয়নি। সেদিন নয়ই জুলাই। তিনি আরও বললেন যে, মঙ্গলবারে তিনি চান্দার জন্য আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিলেন, ওয়াদার নিয়ত যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কেই রাজী করার জন্য হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তিনি তা পূরণ করনার্থে আপন বান্দাকে সাহায্য করার জন্য সদাই প্রস্তুত আছেন।

এদিকে ব্যবসার অবস্থা হলো এই, যাকে টাকা দিয়ে আমার কাজে পাঠিয়েছি, সে টাকা খরচ করে নিজের কাজ করছে। যার কাছে যা পাব সে শুধু টাকা প্রদানে মজবুরীই প্রকাশ করছে। বিদেশে যে সমস্ত পাউণ্ড বা ডলার পাওনা আছি তা কখন আসবে তার কোন সঠিকতা দেওয়া সম্ভব না—সমস্ত টাকা গুদামে আটক হয়ে আছে। সমস্ত ব্যাঙ্ক ষ্টেট ব্যাঙ্কের আদেশ অনুসারে কাহাকেও মদদ প্রদানে বিরত রয়েছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে বিশেষ চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

পূর্ব রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাস্তে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বলেছি তিনি যেন মেহেরবানী করে আমার ইজ্জত রক্ষা করেন। পরদিন সকাল থেকেই শত উদ্বেগের মধ্যেই

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ٥

এই দোয়া এবং حسبنا الله ونعم الوكيل এই দোয়া পড়তে লাগলাম। কিন্তু দুপুর বারটা পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হলোনা।

জনাব মাহমুদ সাহেব আনুমানিক সাড়ে বারটায় সময় আমার অফিসে আসলেন এবং বললেন যে, তার খুব তাড়াতাড়ি আছে এবং বহুত জলদী তাকে যেতে হবে, তাকে দেখে একদিকে যথেষ্ট সুখী হলেও অন্যদিকে টাকা দিতে অক্ষমতার জন্য সরমিন্দা হয়ে গেলাম। যা দু'চার কথা আদান-প্রদান হলো তা থেকে জনাব মাহমুদ সাহেবও একথাই ধরে নিলেন যে, তার আসাটিও ব্যর্থ হয়েছে।

মুখে এবং অন্তরে حسبنا الله ونعم الوكيل তখনও বার বার উঠা-নামা করছিল। ঠিক এমনি সময় পিওন এসে ডাক দিয়ে গেল। তার প্রথমেই ছিল ইটালীর একখানা রেজিষ্টারী চিঠি।

بسم الله الرحمن الرحيم

বলেই চিঠিখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা ডলারের Cheque বেরিয়ে আসল এবং হিসাব করে দেখা গেল আমার ওয়াদার ⅓ ভাগ যত টাকা এই Cheque খানা ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই বহন করছে। আমার মনে হলো যেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং নিজের হাতেই আমাকে ওয়াদা পূরণে সাহায্য করলেন। এখন থেকে আমার এই গায়েবী প্রত্যয় আরোও দৃঢ় হল যে—"আল্লাহ্কে যে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।"

★

কবুলিয়তে দোয়া

মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان الا ايۃ

দোয়া কবুল হয় কিনা? দোয়ার কোন প্রভাব আছে কিনা—দোয়ার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায় কিনা—দোয়া কবুলিয়তের পদ্ধতি কি—দোয়া ও তদবীরে কোন বিরোধ আছে কিনা? দোয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দার্শনিক যুক্তি, কিভাবে দোয়া করিলে খোদাতালা দোয়া কবুল করেন। দোয়া কবুলিয়তের নিয়ম সদুহ আমি কোরান, ও ছহী হাদীস, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এবং হযরত খলিফাতুল মছিহ সানী (রাজীঃ)-এর গ্রন্থাদি হইতে যে মর্ম উদ্ধার করিয়াছি তাহাই আজ আপনাদের খেদমতে অতি সংক্ষেপে পেশ করিতেছি।

واذا سالك عبادى عنى فانى الا ايۃ

"উক্ত আয়েতে আল্লাহতালা বলিতেছেন। যখন আমার বান্দা আপনার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তিনি কোথায় আছেন, তখন আপনি তাহাকে বলিয়া দিন, আমি তাহার নিকটবর্তী (আছি) আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, অতএব দোয়ার মাধ্যমেই যেন সে আমাকে অন্বেষণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলেই সে সফলতা লাভ করিবে।"

এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে আল্লাহতালা বান্দার দোয়া কবুল করেন। তাহার অস্তিত্বের সন্ধান ও দোয়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। এই দোয়ার মাধ্যমেই তাঁহার নৈকট্য লাভ করা যায়। এই আয়াতে আল্লাহতালা ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি যে, তাঁহার বান্দার দোয়া কবুল করেন ইহার প্রতি ঈমান রাখিতে আদেশ করিয়াছেন এবং দোয়ার মাধ্যমে তাঁহাকে তালাশ করিতে বলিয়াছেন। যে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ-তালার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, যে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে পাইলে ইমান কামেল ও দৃঢ় হয় সে দোয়া যে কত জরুরী এবং দোয়ার কবুলিয়ত যে সন্দেহাতিত ইহা বলাই বাহুল্য। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আয়্যামুস্ সুলহে নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন ঃ—"দোয়ার মাধ্যমে আমাদের ঈমান উন্নতি লাভ করে, কেননা যখন আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে দোয়া করি তখন সময়ের পূর্বেই দোয়া

কবুলিয়তের সংবাদ আমরা আল্লাহর নিকট হইতে পাইয়া থাকি। তখন আমাদের বিশ্বাস এরূপ বৃদ্ধি পায় যেন আমরা খোদাকে দেখিতে পাই। দোয়া কবুলিয়তের মধ্যে এক সম্পর্ক রহিয়াছে যাহা মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যখন আল্লাহতালা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার চিরন্তন বিধান হইল যে, তাহার কোন বান্দা গভীর মনোযোগের সহিত ব্যাকুল চিত্তে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং যাবতীয় শক্তি সামর্থ দ্বারা সেই কাজ করিতে ব্যস্ত থাকেন। তখন সেই নিমজ্জমান মহাপুরুষের দোয়া আকাশ হইতে স্বর্গীয় করুণা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এবং আল্লাহ-তালা সে কাজ পূর্ণ করিবার জন্য নূতন নূতন উপকরণের সৃষ্টি করেন, যদ্বারা সেকাজ সমাধা হইয়া যায়। দৃশ্যত যদিও এ দোয়া মানুষের হাতেই পূর্ণ হইতে দেখা যায়। পরন্তু ইহা সেই খোদা-তালার মধ্যে নিমজ্জমান ব্যক্তির দোয়ার ফল, দোয়া করিবার সময় খোদাতালার মধ্যে সে এরূপ ফানা হইয়া যায় যে, তখন তাঁহার হাত তাঁহার থাকে না। খোদাতালার হাত হইয়া যায়। এরূপ দোয়ার মাধ্যমেই খোদাতালাকে চিনা যায় এবং মহাপ্রতাপশালী খোদার সন্ধান পাওয়া যায়। যিনি হাজার হাজার পর্দার অন্তরালে লুক্কাইত আছেন। প্রার্থনাকারীদের জন্য স্বর্গ পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া যায় এবং দোয়া কবুল হইয়া বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নূতন উপকরণের সৃষ্টি হয় যাহার সংবাদ পূর্ব হইতেই তাহাকে দেওয়া হয়। ইহাতে লৌহ শলাকার ন্যায় কবুলিয়তে দোয়ার দৃঢ়তা তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া যায়। যদি এই দোয়া না হইত তাহা হইলে কেহই আল্লাহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইত না। দোয়ার মাধ্যমেই ঐশী বাণী লাভ করা যায়, খোদাতালার সহিত বাক্যালাপ করা যায়। যখন মানুষ নিষ্ঠার সহিত, প্রেম ও বিশ্বস্ততার সহিত দোয়াতে নিমজ্জিত হয়, তখন জীবন্ত খোদা তাহার নিকট প্রকাশিত হন। দোয়ার মাধ্যমে আমরা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যই লাভ করিনা বরং দোয়ার পর নিদর্শনও প্রকাশিত হয়, কোন মানুষই সেই নিদর্শন ব্যতিরেকে সত্য খোদাকে পায় না যাহা হইতে অনেক হৃদয় দূরে আছে। অজ্ঞ লোকেরা দোয়াকে অনর্থক মনে করে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে খোদাতালা অন্বেষণকারীদের নিকট প্রকাশিত হন এবং انا القادر 'আমিই সর্বশক্তিমান' বলিয়া অন্তরে বাণী অবতীর্ণ করেন। প্রত্যেক একিনের প্রত্যাশি ও সত্যের পিপাসিত ব্যক্তিগণ! স্মরণ রাখিবেন যে, আত্মিক আলো ইহজগতে পাইবার জন্য দোয়াই একমাত্র উপায় যাহা খোদা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় এবং যাবতীয় সন্দেহ দূর করিয়া দেয়। দোয়ার সহিত কবুলিয়তের সম্পর্ক বিশেষ ভাবে জড়িত। এই বিষয়টি কোটি কোটি সত্যবাদী সাধুগণের অভিজ্ঞতায় আসিয়াছে এবং স্বয়ং আমার অভিজ্ঞতায় আমাকে এ গুপ্ত বিষয়টী দেখাইয়া দিয়াছে যে, আমাদের দোওয়ায় এক আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে এবং আল্লাহতালার করুণা, অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, আমরা দোয়া করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু দোয়ার উদ্দেশ্য শুধু এবাদত, যাহা করিলে নেকী পাওয়া যাইবে। পরিতাপের বিষয়, যে এবাদতের দ্বারা খোদাতালার নিকট হইতে কোন আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি হয় না এবং প্রত্যেক নেকী যাহা ভবিষ্যতে পাইবার ধারণা পোষণ করা হয়, উহা অলীক মাত্র। প্রকৃত এবাদত এবং প্রকৃত নেকী বা পুরস্কার উহাই যাহার আলো ইহ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এবাদত কবুল হইবার নিদর্শন ইহাই, যে দোয়া করিবার সময়, আমাদের অন্তর্চক্ষু

খোদাতালার নিকট হইতে এক আলো অবতীর্ণ হইতেছে দেখিতে পায় এবং উহা দ্বারা আমাদের অন্তরের অন্ধকার তিরোহিত হয়। দোয়াকে সে অবস্থাতেই দোয়া বলা যাইতে পারে, যে দোয়ার মাধ্যমে সত্যই আকর্ষণী শক্তি পাওয়া যায় এবং প্রকৃতই দোয়া করিবার পর স্বর্গ হইতে এক জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয় এবং আমাদের ভয়-ভীতি দুর হয়, হৃদয় শান্তি লাভ করে। দোয়া করিবার পর আল্লাহতালা আমাদের বিপদ দূর করিয়া দেন। অথবা বিপদে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দান করেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, দোয়া করিলে আল্লাহ্তালা আমাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করেন।

আপনারা দোয়ার কবুলিয়ত এবং উহা কিভাবে কবুল হয় তাহাও জানিতে পারিলেন। যাহারা দোয়ার প্রভাব স্বীকার করেন না অথবা যাহারা দোয়া সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন যে, দোয়া দ্বারা কোন উদ্দেশ্যেই সফলতা লাভ করা যায় না এবং যাহারা বলেন দোয়ার কোন প্রভাব নাই, দোয়া করা বা না করা সমান কথা তাহারা কি অজ্ঞ নয়? এসব অজ্ঞ লোকদেরকে কি দ্বারা বুঝান যাইবে। তাহাদের চক্ষু নাই; তাহারা দেখে না যে নূহ (আঃ)-এর যুগে কাহার দোয়ায় তুফানের সৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে এক মহা প্রলয় ঘটিয়াছিল এবং মোমেনগণ উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী ফেরাউনের জন্য কাহার দোয়ায় লোহিত সাগর বিক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল এবং বনি ইস্রাইল জাতি উদ্ধার পাইয়াছিলেন। লুতের যুগে কাহার দোয়ায় দেশকে দেশ উলটাইয়া গিয়াছিল। এভাবে কত জাতি যে নবীদের বদ দোয়ায় ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের ইতিহাস সকলে অবগত আছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বদ দোয়ায় আরবের প্রতাপশালী শত্রুগণ নিধন হইয়াছিল। নবীগণের দোয়ায় শুধু শত্রুগণই ধ্বংস হয় নাই বরং প্রতিকুল পরিবেশের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অনুগামীদিগকেও আল্লাহ্তালা মুক্তি দিয়াছেন এবং তাঁহাদের হেফাজত করিয়াছেন। এসব কি দোয়ার প্রভাব নয়? এখনও কি দোয়ার প্রভাব এবং দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে? এ যুগেও হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর বদ দোয়ায় ইসলামের বহু শত্রু ধ্বংশ হইয়াছে এবং তাঁহার কত ভক্ত যে পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মোট কথা আহ্মদী জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনই দোয়া কবুলিয়তের একটি উজ্জল নিদর্শন। হযরত খলিফাতুল মসিহ মোসলেহ মাউদ (রাজিঃ)-এর অসংখ্য দোয়া আল্লাহ্তালা কবুল করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালে দোয়ার বরকতেই আল্লাহ্তালা পাঞ্জাব দাংগায় আহ্মদীয়া জমাতকে প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে হেফাজত করিয়াছেন। যখন সারা পশ্চিম পাকিস্তানে আহ্মদীয়া বিরোধীগণ সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরংগের ন্যায় আহ্মদীগণকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িল তখন আল্লাহতালা আমাদের হেফাজতের জন্য স্বর্গ হইতে দৌড়িয়া আসিলেন। হযরত আমিরুল মোমেনীন (রাজিঃ) পূর্বাহ্নেই আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে তোমরা অস্থির হইও না, আমি দেখিতেছি খোদাতালা আমাদের সাহায্যের জন্য আসিতেছেন বরং আমি দেখিতেছি তিনি দৌড়িয়া আসিতেছেন। সত্য সত্যই যে মুহুর্তে শত্রুগণ আমাদের মৃত্যুর ঘণ্টা ও সেকেণ্ড গণিতে ছিল সেই মুহুর্তেই আল্লাহ্তালা আমাদের সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসিয়াছেন। ঠিক যেই সময় শত্রুগণ আমাদের প্রতি শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে সেই সময় আল্লাহর সাহায্য মর্শাল-ল-রূপে দেখা দিল এবং মুহুর্ত মধ্যেই শত্রুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

এখনও আমরা সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয়ের জন্য এবং কাদিয়ানে ফিরিবার জন্য অহরহ দোয়া করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দোয়ার বরকতেই ইসলামের বিজয় আসিবে এবং আমরা কাদিয়ানে ফিরিব।

আমাদের হাতে কোন জড় শক্তি নাই, আধুনিক কোন মারাত্মক অস্ত্র নাই, তবুও খোদাতালার প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দোয়ার বরকতে তিনি আমাদিগকে সফলতা দান করিবেন। সারা বিশ্বে আমরা বিজয়ী হইব। যুগে যুগে এইরূপই হইয়াছে। যখনই জড়বাদী নাস্তিক ও নাস্তিকভাব পন্নগণ, জড়শক্তিতে মোহ অন্ধগণ, দোয়া কবুলিয়ত সম্পর্কে সন্দিহান হইয়াছে এমনকি খোদাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছে, তখনই আল্লাহ্‌তালা তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপে দোয়া কবুলিয়তের প্রমাণের জন্য তিনি নবীদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আগমন করিয়া জড়বাদী নাস্তিকদিগকে সত্যের দিকে আহবান করিয়াছেন। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য দোয়া কবুলিয়তের চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। আমরা যে যুগে বাস করি এযুগেও মানব জাতির জন্য এক চরম সংকটময় যুগ, ইহা দাজ্জ্যালি যুগ নামে অভিহিত এ যুগের চেয়ে ভয়ংকর যুগ পৃথিবীতে আর আসে নাই। এ যুগেই খোদার প্রতিমূর্তি তৈয়ার করিয়া লেনীনের বিচারে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে, এ যুগেই আকাশচারী টিটভ আকাশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া খোদাকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া ফেরউনের ন্যায় ঘোষণা করিয়াছে। এযুগেই মানুষ মানুষকে খোদা বলিয়া পূজা করিতেছে এবং সারা বিশ্বে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। এযুগেও একজন মহাপুরুষ আল্লাহর পক্ষ হইতে আগমন করিয়া সারা বিশ্ববাসীকে দোয়া কবুলিয়তের চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন।

এযুগেও আল্লাহ্‌তালা নিরব থাকিবেন না। নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার পরিচয় দিবেন। রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন অতীতে যেভাবে তিনি নাস্তিকদের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিয়াছিলেন। এখন দোয়া সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় এই যে, দোয়া ও তদবীরে কি কোন বিরোধ আছে? ইহার উত্তরে বলিব দোয়াও তদবীরে কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ্‌তালা তদবীর করিবার পূর্বে দোয়া করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত রহস্য ইহাই। তদবীরের পূর্বে আল্লাহর নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করাই বিধান। দোয়ায়ে এস্তেখারার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদিগকে তাগিদ দিয়াছেন। প্রত্যেক কাজেই এস্তেখারা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে صلوٰۃ استخارہ বলা হয়। তদবীরের পূর্বে দোয়া করিলে আল্লাহ আমাদিগকে উত্তম তদবীর বলিয়া দেন। কারণ যাবতীয় তদবীর তাঁহারই হাতে। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তদবীর সম্পর্কে তিনিই অবগত আছেন। কারণ কাজা ও কদরের বিধাতা তিনিই। আমরা যখন তদবীরের পূর্বে দোয়া করিব তখন তিনি আমাদিগকে উত্তম ব্যবস্থা বলিয়া দিবেন, আর যদি পূর্ব হইতে ইহার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্য নূতন উপকরণের সৃষ্টি করিবেন, কেননা তিনিই যাবতীয় ব্যবস্থার স্রষ্টা। কিস্তিয়ে নূহ নামক গ্রন্থে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বলিতেছেন, "কোন কাজে তদবীর করিবার পূর্বে তাঁহার নিকট অবনত মস্তকে বলিবে ইলাহী সমস্যায় পড়িয়াছি কৃপা করিয়া ইহার সমাধান করিয়া দাও তাহা হইলে রুহুল কুদ্দুস বা পবিত্র আত্মার সাহায্য পাইবে। বরং অদৃশ্য হইতে কোন পথ তোমার জন্য উন্মুক্ত করা হইবে। তিনি আইয়ামে সুলেহ্‌ নামক গ্রন্থে বলিতেছেন?

সাধারণতঃ আমরা যদি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে লক্ষ্য করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃতির মধ্যেও এই নিয়ম পরিলক্ষিত হয় যেরূপে তদবীর এবং দোয়ার মধ্যে পরস্পর সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। তেমনি সৃষ্টি জগতের সাক্ষ্য হইতেও একই প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—মানব প্রকৃতি কোন বিপদের সময় যেমন তদবীরে লিপ্ত হয়, তেমনি স্বাভাবিক আবেগে দোয়া এবং সদকা খয়রাতেও মনোনিবেশ করে। যদি পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে, কোন জাতির বিবেকই এই সর্ববাদী

সম্মত মতের বিরোধী নহে। সুতরাং এই ব্যাপারে ইহা একটি আধ্যাত্মিক প্রমাণ যে, মানবের অন্তর্নিহিত বিধান আদিকাল হইতেই তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়া আসিতেছে যে, তাহারা যেন দোয়াকে জড়উপকরণ এবং তদবীর হইতে পৃথক মনে না করে। বরং দোয়ার সাহায্যে যেন তাহারা তদবীরকে তালাশ করে। সুতরাং দোয়া ও তদবীর মানবের দুইটি সহজাত প্রবৃত্তি যাহা আদিকাল হইতে এবং মানবের সৃষ্টিকাল হইতে দুই ভাইয়ের মত মানব প্রকৃতির সেবকরূপে চলিয়া আসিতেছে। তদবীর বা ব্যবস্থা অবলম্বন দোয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং দোয়া তদবীরের জন্ম প্রেরণ দাতা ও আকর্ষক। মানবের সৌভাগ্য ইহাতেই নিহিত যে, ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে মংগলের উৎস হইতে সাহায্য মাঁগিবে, তবেই সে অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপকরণ লাভ করিয়া উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবে। মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যায়, যাহারা বলে দোয়া কিছুই না, কাজা ও কদর নিশ্চয়ই ঘটিবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহারা জানে না যে নিয়তির বিধান থাকা সত্ত্বেও খোদাতালা প্রকৃতির বিধানে কোন কোন বিপদ দুরীভূত করণার্থে কোন বস্তুকে কারণ স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা পিপাসা নিবারণের জন্ম পানি এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য। সুতরাং একথায় আশ্চর্যবোধ হয় কেন? যে অভাব দূর করিবার জন্ম খোদাতালার প্রাকৃতিক বিধানে দোয়াও একটি কারণ, ইহাতে মহিমাময় খোদাতালা, ঐশী অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার একটি শক্তি রাখিয়াছেন। হাজার হাজার সাধক পুরুষগণের অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্য দেয় যে, দোয়াতে আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে, আমার অভিজ্ঞতাও আমি আমার বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অভিজ্ঞতা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রমাণ নাই। একথা সত্য বটে কাজা ও কদর নীতির নিয়ন্ত্রনাধীনে প্রথম সমস্তই মীমাংসিত হইয়াছে। কিন্তু যেমন এই মীমাংসা হইয়াছে, অমুক পীড়িত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আরোগ্য লাভ করিবে, এভাবে ইহাও মীমাংসিত হইয়াছে যে, অমুক বিপদগ্রস্থ হইলে দোয়া করিবে এবং কবুলিয়তে দোয়ার সাহায্যে তাহার মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি হইবে। অভিজ্ঞতা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, যে স্থলে খোদাতালার অনুগ্রহে সর্ব শর্ত সহকারে দোয়া করিবার সুযোগ হয় সেখানে কার্য নিশ্চয়ই হইয়া যায়।

أدعونى استجب لكم

কোরানের উক্ত আয়াতে আল্লাহ্তালা ইহাই বলিয়াছেন যে, তোমরা আমার নিকট দোয়া করিতে থাক, পরিশেষে আমি কবুল করিব। আশ্চর্যের বিষয় যে, কাজা ও কদর নীতিতে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও রোগ হইলে মানুষ ডাক্তারের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তেমনি দোয়াকেও তাহারা ঔষধ বলিয়া গণ্য করে না কেন?"

এতক্ষণ আমি আপনাদের খেদমতে কবুলিয়তে দোয়া এবং দোয়া ও তদীবের কোন বিরোধ নাই, এ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোকপাত করিয়াছি, এখন আমি আপনাদের খেদমতে দোয়া কবুলিয়তের পদ্ধতি সম্পর্কে বলিব। সর্বক্ষেত্রে সকল মানুষের দোয়াই কবুল হয়, কবুল হইলে কোন্ পদ্ধতিতে কবুল করা হয়? ইহার উত্তরে বলিব সব সময় মানুষের দোয়া একইভাবে কবুল করা হয় না। কারণ আল্লাতালা অনন্ত করুণাকর, মানুষের প্রতি তাঁহার করুণার কোন সীমা নাই, সেই অনন্ত করুণার এক কণা মাতৃরূপ, সামান্য করুণার প্রতিক যে মাতা, মায়ের দরদ যে সন্তানের প্রতি কতটুকু, মাতৃহৃদয় ব্যাতিরেকে কেহই উহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যদি করুণার সামান্য কণার দরুণ ব্যথা ও ব্যাকুলতার অবস্থা এরূপ, তাহা হইলে সেই করুণার

আধার যিনি তাঁহার দরদ ও ব্যাকুলতার পরিমাণ যে কত তাহা ব্যক্ত করাই মানুষের অসাধ্য। এখন সেই মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার নিকট যদি কোন বান্দা হস্ত প্রসারিত করে, তখন তাঁহার করুণার সিন্ধু উথলিয়া উঠে। তাঁহার বান্দাকে তিনি কখনও বিমুখ করেন না, কিন্তু আমরা দেখি যাহা চাওয়া যায় সব সময় তাহা পাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি। ইহার কারণ হইল সেই মঙ্গলময় বিধাতা জানেন তাহার প্রার্থনা কবুল করিলে মঙ্গল হইবে, না অমঙ্গল হইবে। যদি মঙ্গল হয় কোন দিক দিয়াই উহার অমঙ্গল ঘটিবে না তাহা হইলে তিনি চাওয়া বস্তুই উহাকে দান করিবেন। আর যদি অমঙ্গল হয় তাহা হইলে তিনি উহা দান করেন না। অথবা উহা হইতে উত্তম বস্তু দান করেন। যদি অনুপযুক্ত সময়ে চাওয়া হয় তাহা হইলে খোদা-তালা উপযুক্ত সময়ে তাহা দান করেন। যথা ঃ— মায়ের নিকট যদি কখনও কোন রুগ্ন সন্তান কুপথ্যের জন্য আবদার করে তখন মা তাকে সুপথ্য দেন এবং তাহাকে সান্তনা দেন, বাবা ইহা খাইলে মরিয়া যাইবে বা তোমার রোগ বৃদ্ধি পাইবে। তুমি ভাল হইলে মাকে উহা দিব। তোমার জন্যই সবকিছু। আল্লাহ্‌-তালা যিনি অনন্ত করুণাকর পরম দয়ালু তিনিও মানুষের দোয়া রদ করেন না যদি তাহার দোয়া তাহার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যদি তাহার দোয়া পার্থিব চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক যে কোন দিক দিয়াই অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে আল্লাহ্‌-তালা তাহাকে সে বস্তু না দিয়া মায়ের ন্যায় সান্তনা বাণী দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দেন। আর বিপদের সময় হইলে তাহাকে বিপদ দূর করিয়া দিয়া তাকে রক্ষা করেন, আর যদি বিপদ তাহার জন্য মংগল হয় তাহা হইলে তিনি বিপদকে জয় করিবার জন্য শক্তি দিয়া তাহার ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে উন্নতি দান করেন। অনেক সময় ধন, প্রাণ, ব্যবসা বানিজ্য প্রভৃতি পরীক্ষায় ফেলিয়া তাহাকে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি দান করেন। মোট কথা যাহাতে বান্দার মঙ্গল অধিক হয়, করুণাময় খোদাতালা তাহাই করেন। অনেক সময় খোদাতালার প্রিয় বান্দাদিগকে কাজা ও কদর পালনে বাধ্য করেন, তখন তাহারা খোদাতালার সন্তুষ্টির আগে সব কিছুই কোরবান করিয়া দেন। এই ভাবে খোদাতালার প্রিয় বান্দাগণ তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য সব কিছু উৎসর্গ করিয়া জগতে এক নেক নমুনা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

আপনাদের খেদমতে এতক্ষণ কবুলিয়াতে দোয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলিলাম। এখন আমি দোয়া কবুলি-য়াতের নিয়ম সম্পর্কে কিছু বলিব। কি ভাবে দোয়া করিলে দোয়া কবুল হয়।

দোয়া কবুলিয়াতের প্রথম নিয়ম ঃ—উহা আমি ইতি পূর্বে সাধু পুরুষগণের দোয়া হইতে দেখাইয়াছি। যখন হেরা পর্বত-গুহায় আঁ-হযরত (সাঃ) মাসের পর মাস খোদার ধ্যানে কাটাইলেন, এমনকি তাঁহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়া খোদাতালার মধ্যে ফানা হইয়া গেলেন তখন আল্লাহতালা তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং তাহার নিকট প্রকাশ হইলেন। এই অবস্থায়ই ووجدك ضالا فهدى বাণীতে আল্লাহ্‌তালা প্রকাশ করিলেন, "তোমাকে আমার প্রেম অন্বেষণে বিভোর পাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়াছি।"

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) এ যুগের মুসলমানদের অধঃপতন ও অসহায় অবস্থা দর্শনে ব্যথীত হইয়া ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির জন্য হুশিয়ার-পুরে নির্জন স্থানে তন্ময় হইয়া আল্লার দরবারে ৪০ দিন কাতর প্রার্থনা করিলে, আল্লাহতালা উত্তরে বলিলেন—"তোমার কাতর ক্রন্দন শুনিয়াছি, তোমার দোয়া কবুলিয়াতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইবে।" এইভাবে

যদি কোন ব্যক্তি আল্লার দরবারে কাতর প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তালা তাঁহার দোয়া কবুল করিবেন। হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) কিস্তিয়ে নূহ নামক গ্রন্থ বলিতেছেন—"তুমি শিশুর ন্যায় রোদন কর, স্বতঃই করুণা রূপী দুগ্ধ প্রস্রবন হইতে তোমার জন্য বাহির হইবে, অস্থীরতা দেখাও তাহা হইলে সান্তনা পাইবে। বার বার রোদন কর স্বতঃই এক খানা হাত তোমাকে ধরিবে।" মসিহে মাউদ (আঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী যদি আপনি আপনার অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা হইলে আপনার দোয়া কবুল হইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ—যখন দোয়া করিবেন তখন আল্লাহ্‌কে সর্ব শক্তিমান মনে করিবেন এবং ধৈর্য্যের সহিত দোয়া করিতে থাকিবেন। কখনও নিরাশ হইবেন না। তাহা হইলে আপনার দোয়া কবুল হইবে। হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) উক্ত গ্রন্থে লিখিতেছেন ঃ—'যখন দোয়া করিতে দাড়াইবে তখন তোমার জন্য একথা বিশ্বাস করা একান্ত কর্তব্য হইবে যে, তোমার খোদা সর্ব শক্তিমান। তখনই তোমার দোয়া কবুল হইবে। তুমি খোদাতালার অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিবে যাহা আমি দর্শন করিয়াছি। আমার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর, কোন কাহিনীর উপর নয়। যে ব্যক্তি খোদাকে সর্ব শক্তিমান মনে করে না কঠিন বিপদেও দোয়া করা প্রাকৃতিক বিধানের বিপরীত মনে করে তাহার দোয়া কিভাবে মঞ্জুর হইবে? হে সৌভাগ্যবান! তুমি এরূপ করিও না। তোমার খোদা তিনি যিনি অসংখ্য নক্ষত্র রাজী শুন্য ব্যতিরেকেই শূন্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। নাস্তি হইতে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি কি তাঁহার প্রতি সন্দেহ ভাব পোষণ করিতেছ? তিনি কি তোমার কাজ করিতে অসমর্থ? বরং তোমার সন্দেহই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে। (কিস্তিয়ে নূহ) مالك يوم الدين আপনার নিকট ইহাই চায় যে, আপনি ধৈর্যের সহিত তাঁহারই দ্বারে পড়িয়া আবেগের সহিত ক্রন্দন করিতে থাকুন, যেমন খোদাতালার رحمیت গুণ আপনাকে দোয়ার দিকে আকর্ষণ করে এবং তাহারই সকাশে আপনার মুখ হইতে নাস্তির অংগিকার চায়, এভাবে مالكيت يوم الدين ও আপনার নিকট তাঁহারই দ্বারে মাথা অবনত করতঃ সব সময় ভিক্ষুকের ন্যায় রোদন করা দেখিতে চায়। আপনিও যদি সেই ভিক্ষুকের ন্যায় চাহিতে শিখেন, যাহাকে কিছু না দিলে মনিবের দ্বার পরিত্যাগ করে না তবেই তিনি আপনার দোয়া কবুল করিবেন।

হযরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) জনৈক অলি আল্লার একটি সুন্দর ঘটনা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন ঃ—

কোন একজন বুজর্গ বহুকাল হইতে কোন এক বিষয়ে দোয়া করিতেছিলেন। এই সময় জনৈক মুরীদ একবার তাহার নিকট আগমন করিলেন, সেই দিনও তিনি তাঁহার নিয়ম অনুযায়ী দোয়া করিলেন। তখন তাঁহার নিকট ঐশী বাণী অবতীর্ণ হইল, সে মুরীদও উহা শুনিতে পাইলেন। প্রথম দিন সে মুরীদ আদবের খাতিরে কিছুই বলিলেন না। ২য় দিনও দোয়া করিবার সময় সেই ভাবে 'এলহাম' অবতীর্ণ হইল। এই দিনও সেই মুরীদ কিছু বলিলেন না। তৃতীয় দিন যখন দোয়া করিবার সময় এইরূপে 'এলহাম' অবতীর্ণ হইল তখন তিনি আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "হুজুর তিনদিন পর্যন্ত শুনিতেছি আল্লাহতালা বলিতেছেন, "তোমার দোয়া কবুল করিব না।" তবু কেন আপনি দোয়া করিতেছেন? আপনি আর দোয়া করিবেন না, দোয়া হইতে বিরত থাকা উচিৎ। তখন সেই বুজর্গ বলিলেন, রে-মূর্খ! আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবত দোয়া করিতেছি এবং এই ভাবে বাণী শুনিতেছি যে, তিনি (আল্লাহ) বলিতেছেন

তোমার দোয়া কবুল করিব না, তবু আমি দোয়া করিয়া যাইতেছি, কখনও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই, দোয়া করা হইল আমার কাজ, কবুল করা বা না করা তাঁহার কাজ, ত্রিশ বৎসর আমি এই ভাবে দোয়া করিয়া আসিতেছি; কখনও নিরাশ হই নাই।—আর তুমি তিন দিনেই নিরাশ হইলে? তার পরদিনই ঐশী বাণী অবতীর্ণ হইল, "ত্রিশ বৎসর যাবৎ যাহা চাহিয়াছ সব কিছুই মঞ্জুর করিলাম। এই জন্য কখনও দোয়া করিতে নিরাশ হইবেন না। কেননা যখন দোয়া কবুলিয়তের সময় আসে তখন দোয়া কবুল হইবেই।

দোয়া কবুলিয়াতের তৃতীয় নিয়মঃ—কোন বিপদ-গ্রস্থ ব্যক্তির অভাব দূর করিলেও আল্লাহ্‌তালা দোয়া কবুল করিবেন। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব মোচনে ব্যস্ত থাকে আল্লাহতালাও তাহার অভাব দূর করিতে থাকিবেন। কাজেই যখন আপনি কোন বিষয় সম্পর্কে দোয়া করিবেন তখন কোন অভাবী ব্যক্তিকে আপনার শক্তি অনুপাতে তাহার অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার চেষ্টায় তাহার অভাব দূর নাও হইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌তালা যিনি সর্ব শক্তিমান তিনি নিশ্চয়ই আপনার অভাব দূর করিতে সমর্থ। এই ভাবে আল্লাহ্‌তালা আপনার দোয়া কবুল করিবেন। যেহেতু আপনি তাঁহার বান্দার অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চতুর্থ নিয়মঃ—দরূদ শরীফ পড়িবেন, দোয়া করিবার পূর্বে অধিক দরূদ পাঠ করিলে উহার বরকতে আপনার দোয়া কবুল হইবে।

পঞ্চম নিয়মঃ দোয়া করিবার পূর্বে আল্লাতালার প্রশংসা করিবেন। মানব প্রকৃতিও এরূপ। আপনারা দেখিতে পাইতেছেন ভিক্ষুকগণ যখন ভিক্ষা করিতে আসে তখন আপনাকে রাজা বাদশা বানাইয়া দেয় এবং সাথে সাথে তাহার অভাব অনটন ও দৈন্যের কথাও সে বলে। এভাবে আপনার দয়া আকর্ষণ করিতে সে সমর্থ হয়। আপনিও যদি সেই ভিক্ষুকের ন্যায় দোয়া করিবার সময় খোদাতালার বহু প্রশংসা করেন তখন নিশ্চয়ই তাহার করুণা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। এভাবেই আপনার দোয়া কবুল হইবে।

ষষ্ঠ নিয়মঃ—শরীর ও জামা পাক থাকা অবশ্য জরুরী। তাহা হইলে আপনার আত্মা উৎসাহিত হইবে এবং অনুভূতি সজাগ থাকিবে। কেননা শরীর ও জামা অপবিত্র থাকিলে আপনার আত্মার উপর উহার মন্দ প্রভাব পড়িবে। শরীরের সঙ্গে আত্মার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। খোদাতালাও অপবিত্রতাকে পছন্দ করেন না—এইজন্যই 'শরীয়তের ব্যবস্থা, প্রত্যেক এবাদতে পাক পরিষ্কার হওয়া জরুরী। দোয়া করিবার সময় খোদা-তালার সহিত আপনার পবিত্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আপনার দেহ মন পবিত্র থাকা অবশ্য কর্তব্য। এই নিয়ম পালন করিলেও দোয়া কবুল হইবে। কবুলিয়াতে দোয়ার জন্য ইহা অবশ্য জরুরী।

সপ্তম নিয়মঃ—দোয়া করিবার সময় নীরব স্থান নির্বাচন করিয়া লইবেন। নীরবতা থাকিলে আপনার ধ্যান ভঙ্গ হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না, একাগ্রতায় কোন বাধা আসিবে না। দোয়া করিবার জন্য শেষ রাত্রি সবচেয়ে উপযুক্ত।

অষ্টম নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় আপনার নফ্‌সের দুর্বলতা ভাল করিয়া দেখিয়া এবং যাচাই করিয়া লইবেন। এমনকি আপনার নফ্‌স্‌ চিৎকার করিয়া উঠিবে যে কোন উর্ধ শক্তির সাহায্য সহায়তা ব্যতিরেকে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। যখন আপনার এরূপ অবস্থা হইবে তখন আপনি দোয়া করিলে আপনার দোয়া কবুল হইবে।

নবম নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় খোদাতালার দান সমূহ আপনার দৃষ্টির সামনে রাখিবেন তাহা হইলে খোদা তালার মোহাব্বতে আপনার মন ভরিয়া

উঠিবে। এমতাবস্থায় যখন দোয়া করিবেন তখন আপনার দোয়া কবুল হইবে।

দশম নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় খোদা তালার ক্রোধকেও আপনার সামনে রাখিবেন এবং চিন্তা করিতে থাকিবেন। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার দান কাড়িয়া না লন। এই ভাবেও মন বিগলিত হইবে এবং তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিবে। ভয়ে ও আশায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবেন। তিনি আপনার দোয়া কবুল করিবেন।

একাদশ নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় অলসতা দূর করিবেন এবং তৎপরতার সহিত দোয়া মাঁগিবেন। অলসতা থাকিলে আত্মা দুর্বল হইয়া যায়, সে রূপ আবেগ আসে না, দোয়া করিবার জন্য যে রূপ আবেগের প্রয়োজন। এই জন্যই নামাজের মধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা এরূপ করিবেন যাহাতে অলসতা দুর হয়। নামাজের মধ্যে শরীয়তের ব্যবস্থা উত্তমরূপে পালন করিবেন। আপনার দোয়া কবুল হইবে। কবুলিয়াতে দোয়ার জন্য শরীয়তের খুঁটি নাটি অবশ্য জরুরী।

দ্বাদশ নিয়মঃ আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দোয়া করিবার সময় আল্লাহ্‌র মনোনীত বিষয়ে দোয়া করিয়া লইবেন। যথাঃ—হে খোদা জগতে তৌহীদ প্রতিষ্ঠা কর। ইস্‌লামের বিজয় আনিয়া দাও। আঁ-হযরত (সঃ)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠা কর। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর দিকে জগতের মন ফিরাইয়া দাও। এই ভাবে দোয়া করিলে আল্লাহ বলিতে থাকিবেন তদ্রুপ হউক, তখন সুযোগ বুঝিয়া আপনার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিবেন। এই রূপ করিলে আপনার দোয়া কবুল হইবে।

ত্রয়োদশ নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় বরকত পূর্ণ স্থানে দোয়া করিবেন যথা মক্কা, মদিনা, বায়তুল মোকাদ্দাস, কাদিয়ান এবং রাবওয়া এই সব পবিত্র বা-বরকত স্থানে দোয়া করিলে আপনার দোয়া কবুল হইবে। এই সমস্ত স্থানে যাইতে অসমর্থ হইলে সাধারণ মস্‌জিদেই দোয়া করিবেন বা আপনার গৃহেই এমন কোন স্থান নির্বাচন করিবেন যেখানে আল্লার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ না করা হয়। এইরূপ করিলে আপনার দোয়া কবুল হইবে।

চতুর্দশ নিয়মঃ দোয়া করিবার সময় আপনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আল্লার নাম তালাশ করিয়া লইবেন। সেই নাম ধরিয়া ডাকিলে আল্লাহ্‌ আপনার দোয়া কবুল করিবেন। আল্লাহ্‌তালা অনন্ত করুণাকর, ক্ষমাশীল ও দয়াবান, আহার দাতা, সর্বশক্তিমান, ইত্যাদি। আপনি যদি ক্ষমা চান তাহা হইলে তাঁহাকে ক্ষমাশীল ও দয়াবান নামে ডাকিবেন। আহার চাহিলে আহার দাতা রূপে ডাকিবেন। এইভাবে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী খোদাতালার নাম নির্বাচন করিয়া লইবেন।

পঞ্চদশ নিয়মঃ যেমন আল্লার বিভিন্ন নাম আছে সেই নামেই তাঁহাকে ডাকিতে হয়। কিন্তু আল্লার এমন এক নাম আছে, যাহা সর্বগুণে গুণান্বিত সেই নাম হইল 'আল্লাহ্‌'। এই আল্লাহ্‌ নামে ডাকিলেও আপনার দোয়া কবুল হইবে।

★

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

এলো খুশীর ঈদঃ

রোযা ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। তবে এর প্রতিপালনে এমন কতকগুলো সর্ত আরোপিত হয়েছে যার দরুণ ইহা কলেমা ও নামাযের ন্যায় অনেকেই পালন করিতে পারে না। 'যারা পীড়িত বা প্রবাসে তাদের জন্যে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যক দিন, আর যে ব্যক্তি রোযা রাখিতে অসমর্থ 'রাখিতে পারে না' তাহার জন্য দরিদ্র ভোজন, (আল কোরআন)। রোযার সময়ে তারাবির নামায আদায় করতে হয়। যারা পারেন তাদের জন্য অধিকতর দান খয়রাতের নির্দেশ আছে। সবাইকে ফিৎরানা আদায় করতে হয়। তা'ছাড়া রোযার শেষ দশ দিন মসজিদে গিয়ে এহ্‌তেকাফও করার নির্দেশ আছে। এহ্‌তেকাফেও সবাই শামেল হতে পারে না। থাক সে কথা

রমযানের মাস শেষ হয়ে নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথেই সারা মোসলেম জাহানে বয়ে যায় আনন্দের ফোয়ারা। এই আনন্দ হলো সংযমের পরীক্ষায় বা ট্রেনিংয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ। এই আনন্দে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, নারী পুরুষ, যুবক যুবতী, সাদা কালো সবাই শামেল হয়। সবাই মিলে ঈদগাহে গিয়ে নামায পড়ে। আল্লাহ্‌র দরগাহে শুকরিয়া আদায় করে। নামাযের পর খোৎবা শুনে, দোয়া করে, নিজের ও সারা জাহানের মংগলের জন্য। তারপর একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করে। মন প্রাণ দিয়ে সবাই সবাইকে গ্রহণ করে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা কঠিন হয় না যে, ইসলামের সব বিধানই বিশ্বজনীন। যারা রোযা রাখে শুধু তাদের জন্যেই নয় বরং নানা কারণে যারা রোযা রাখতে পারে না তাদের ফিৎরানা আদায়ের নির্দেশ এবং ঈদের নামায, দোয়া, আনন্দ, প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, মিলন, কোলাকুলি এসবের দ্বারা সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন 'রমযানেরই রোযার শেষে এলে খুশীর ঈদ'। বস্তুতঃ আমরা যদি রোযার আসল উদ্দেশ্য মোত্তাকী হওয়ার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি তবে শুধু মোসলেম জগতের জন্যই নয় সারা জাহানের জন্যই রমযান খুশীর ঈদ বহন করে আনবে।

হাত কাটলে দোষ কি তবেঃ

চট্টগ্রাম হতে অভিনব উপায়ে চুরির একটি চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়েছে। ফটিকছড়ি থানার রোসাংগিরী ইউনিয়নে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী প্রকাশ্য দিবালোকে অপরের গৃহে আগুন লাগিয়ে চুরির কাজ সমাধা করে।

উক্ত ইউনিয়নের কিছু সংখ্যক লোক দিনে দুপুরে গোপনে অপর ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে আশে পাশের বাড়ীর নারী পুরুষ সবাই আগুন নিবানোর জন্য অকুস্থলে ছুটে আসলে এই সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা ঐ সকল বাড়ীর বাহির অথবা ভিতর হতে কাপড়-চোপড়, জাল, বদনা এসব যা পায় তা' নিয়ে সরে পড়ে। এতে জনগণের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামে পাকা চোরের হাত কেটে ফেলার বিধান রয়েছে। অনেকে মানবিক প্রশ্ন তোলে বলে থাকেন

যে ইসলামের এই বিধান বড়ই কঠোর ও নিষ্ঠুর। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো যারা চুরি করতে গিয়ে মানুষের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না তারা মানবতার কতটুকু পরিচয় দিচ্ছে ?

মানবতার নামে চোরের জন্য যাদের হৃদয় গলে যায় তাদের বাড়ীতে যদি কাকেও এমনিভাবে আগুন লাগাতে দেখে তবে তারা ঐ ব্যক্তিকে মেরে ফেলতেও হয়ত দ্বিধা করবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাদের তথাকথিত মানবতা বোধ খুবই আপেক্ষিক। অপর পক্ষে ইসলাম চায় মানবতার পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ।

দুর্ঘটনা ও দুর্মতি :

সম্প্রতি জাপানের রাজধানী টোকিও হতে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে যে ঐ দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। সংবাদে বলা হয়েছে চলতি সালের প্রথম ১১ মাসে জাপানে ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৬ শত ৮০টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৬৬ সালের সারা বৎসরের দুর্ঘটনার সংখ্যা অপেক্ষা এই সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বেশী।

এ সকল দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা ১২ হাজার ৩ শত ৩৩ জন। পুলিশ এজেন্সীর খবরে বলা হয় যে মাতাল অবস্থায় এবং বেপরোয়া গাড়ী চালানই এ সকল দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।

নানা কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব কারণের অনেকগুলোই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত হয়ে থাকে। কিন্তু জাপানের ব্যাপারে (অনেক দেশের ক্ষেত্রেই) যে কারণটিকে প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাত মানুষের নিয়ন্ত্রণ শক্তির বাইরের কিছু নয়। দুর্মতি হলেই মানুষ মদ খেয়ে মাতাল ও বেপরোয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক জগতের সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ এমন একটি বিষয়—যা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ মেনে চল্লে অতি সহজেই এড়ান যায়। জীবনের বিনিময়ে যারা মাতাল হওয়াকেই বড় করে দেখে তারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের [কারণ আধুনিক যানবাহনে চলেই তারা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে।] যতই বড়াই করুক না কেন, বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে একথা বলা চলে না। অথচ ১৪০০ বৎসর পূর্বে আগত আদর্শই তাদেরকে শুধু বোকামী হতেই নয়, অকাল মৃত্যুর হাত হতেও রক্ষা করতে পারে।

★

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদের নামকরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের আহ্‌মদী পাড়ায় নবনির্মিত মসজিদের নাম রাখা হইয়াছে, মসজিদে মোবারক। আহ্‌মদীয়া জমাতের তৃতীয় খলিফা হযরত মীর্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ) স্থানীয় জমাতের এই প্রচেষ্টায় আনন্দিত হইয়া দোয়া করেন এবং জমাত কর্তৃক অনিরুদ্ধ হইয়া মসজিদের উক্ত নামকরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, মসজিদটির প্রথম তলার নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে; দ্বিতীয় তলার নির্মাণকার্য অবিলম্বে শুরু হইবে। বর্তমানে প্রথম তলায় নামায পড়া হইতেছে।

ঢাকায় তরবিয়তি ক্লাশ

ঢাকা মজলিশে খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ৪নং বকশি বাজার রোডস্থিত দারুত তবলিগে যে তরবিয়তি ক্লাশের আয়োজন করা হয় উহা গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত হয়। উহার পূর্ণ বিবরণ ঢাকা শহরের কায়েদ জনাব নুরুদ্দিন সাহেবের রিপোর্টে আপনারা জানিতে পারিবেন।

তরবিয়তি ক্লাশের সাফল্যে আনন্দিত হইয়া কেন্দ্রীয় মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকা চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক কায়েদ জনাব প্রোফেসার মোসলেহ উদ্দীন সাহেবকে খোশ আমদেদ জানাইয়া টেলিগ্রাম করেন। তিনি তাঁহার টেলিগ্রামে জনাব মোসলেহ উদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁহার ভালবাসা ও সালাম সকল খোদ্দাম ভ্রাতাকে পৌছান।

রাবওয়ায় বাৎসরিক জলসা

আগামী জানুয়ারী মাসের ১১,১২, ১৩ তারিখে এবার রাবওয়ায় বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হইবে। পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত হইতে এই জলসায় যোগদানের জন্য আহ্‌মদী জামাতের সদস্যবৃন্দ রাবওয়ায় আগমন করিবেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাতের প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিকে এবারকার জলসায় যোগদানের নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রাদেশিক জলসা

আগামী ১৯৬৮ ইসাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখে ইনশাল্লাহ্‌ প্রাদেশিক জলসা অন্যান্য বারের ন্যায় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

খবরে প্রকাশ, প্রাদেশিক জলসায় যোগদানের জন্য এবার কেন্দ্র হইতে দুইজন আলেম পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করিবেন। তাঁহাদের নাম জানা যায় নাই।

ওয়াকফে জদীদের নববর্ষ

ওয়াকফে জদীদের বৎসর ডিসেম্বরে শেষ হয় এবং জানুয়ারী মাসে নববর্ষ শুরু হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) তাঁহার খুৎবায় বলিয়াছেন, যাহাদের চাঁদা বাকী আছে তাঁহারা যেন চাঁদা আদায় করেন এবং নূতন বৎসরের জন্য ওয়াদা লিখান।

কোরআনের দরস

বিভিন্ন জমাত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ রমজান মাসে উক্ত জমাত সমূহে কোরআনের দরসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ যে, চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে খতমে তারাবী হইতেছে।

ময়মনসিংহে নব-মুসলীমের ট্রেনিং কোর্স

হিন্দু হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছেন তাহাদের জন্য তিন মাসের বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ট্রেনিং কোর্স জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব তাঁহার ময়মনসিংহস্থ বাসভবনে পরিচালনা করেন। উক্ত ট্রেনিং কোর্সে চট্টগ্রাম হইতে জনাব বদরুদ্দিন ওরফে মন্টু বাবু, এবং ঢাকা হইতে জনাব খালেদ সাইফুল্লাহ্‌ (সুভাস চন্দ্র নন্দী) যোগদান করেন।

★

BOOKS ON ISLAM
AND ON
COMPARATIVE RELIGIONS

1. **Holy Quran with English Translation and Commentary**
2. **Ahmadiyyat or the True Islam** *by* Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad 245 PP.
3. **Invitation to Ahmadiyyat** *by* Hazrat Mirza Bashir-ud Din Mahmud Ahmad 345 PP.
4. **What is Ahmadiyyat** *by* Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmed 88 PP.
5. **New World Order of Islam** *by* Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad 117 PP.
6. **Islam in Africa** *by* Mirza Mubarak Ahmad
7. **Our Foreign Missions** *by* Mirza Mubarak Ahmad
8. **Where did Jesus die ?** *by* J. D Shams
9. **Islam** *by* J. D. Shams
10. **The Christian Doctrine of Atonement** *by* Dr. Mufti Muhammad Sadiq D.D. S. S. P. (London)

Can be obtained from :

The Review of Religions
Rabwah, West Pakistan.

TAHRIK-I-JADID (MONTHLY)

The Tahrik-i-Jadid (Monthly) is the official organ of the Tahrik Jadid, Anjuman Ahmadiyya. It keeps its readers well informed of the day to day progress of Islam and the Muslims all over the world.

Its subscription is 7 Shillings or one Doller per year.

Ask for specimen copies from :

The Manager,
Tahrik-i-Jadid
Rabwah. (West Pakistan)

You may pay the subscription to the Ahmadiyya Mission in your own country.

Manager.

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Publshed by :

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,

West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY

EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD.

Annual Subscription :

Pakistan Rs. 5·00

Other Countries Sh. 10/-

—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published monthly in

KENYA

on

CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL, POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA & E AFRICA.

Annual Subscription Sh. 5/-

Write to :

P. O. Box 554

NAIROBI, KENYA.

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca – 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.